জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

নিউজলেটার

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ | সংখ্যা - ১২তম

এই সংখ্যায় যা থাকছে...

০১ জানুয়ারি ২০২৪-৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কমিশনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত কর্মকাণ্ড	০১	কমিশনের কার্যক্রমের ঘটনা প্রবাহ	০৪
নির্বাচনকেন্দ্রিক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিশেষ কার্যক্রম	০১	কমিশনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য	২৯
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম	০২	উল্লেখযোগ্য সুয়োমটো	৩২
কমিশনের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানভিত্তিক উপাত্ত উপস্থাপন	০৩	বিদেশী গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	৪০
		কারাগার ও হাসপাতাল পরিদর্শন	৪১
		জানুয়ারি, ২০২৪ হতে মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তালিকা	৪২

০১ জানুয়ারি ২০২৪-৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কমিশনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত কর্মকাণ্ড

১. নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম

২. স্বাস্থ্যখাতে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ

৩. শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ

৪. বাল্যবিবাহ নিরসনে পদক্ষেপ

৫. শিক্ষাঙ্গনে নিপীড়ন বিরোধী অবস্থান

৬. বিস্তৃত গবেষণা কার্যক্রম

নির্বাচনকেন্দ্রিক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিশেষ কার্যক্রম

- নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন
- নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক
- বিদেশী প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক
- নির্বাচনপূর্ববর্তী পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ
- সহিংসতামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সুপারিশ প্রেরণ
- দেশের বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক সভা
- দিনব্যাপী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন
- নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম

গত ৭ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দিনব্যাপী ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন এবং নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় প্রতিনিধিদল রাজধানীর সুরিটোলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও টিএন্ডটি উচ্চ বিদ্যালয়, কেরানিগঞ্জের জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, আটি ভাওয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কোনাখোলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কায়কোবাদ একাডেমিসহ বিভিন্ন এলাকায় ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে ভোটকেন্দ্রে নারী ও সংখ্যালঘু ভোটারদের নিরাপত্তা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতি, কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধাসহ নির্বাচনকালীন সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সময় কমিশনের প্রতিনিধিদল ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টসহ সকল শ্রেণি-পেশার ভোটারদের সাথে কথা বলে সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন।

গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, আজকে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে সহিংসতামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখেছি। সংখ্যালঘু ও নারী ভোটারগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। এ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। দিনব্যাপী ভোটারগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে কমিশন সজাগ রয়েছে। স্বাধীন ভোটদানের পরিবেশের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা ও মানবাধিকার সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। আমি আশা করি, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশন নির্বাচন পরবর্তী নিরাপত্তা পরিস্থিতিও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

পরিদর্শনকালে কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা, অবৈতনিক সদস্য মো: আমিনুল ইসলাম, সচিব সেবাষ্টিন রেমা, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) মো: আশরাফুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ, উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে 'নির্বাচনকেন্দ্রিক মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী এই তিন পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে নির্দেশিকাটি তৈরি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা প্রণয়নের পেছনে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিক সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখাই ছিলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্দেশ্য।

কমিশনের কার্যক্রমের পরিসংখ্যানভিত্তিক উপাত্ত উপস্থাপন

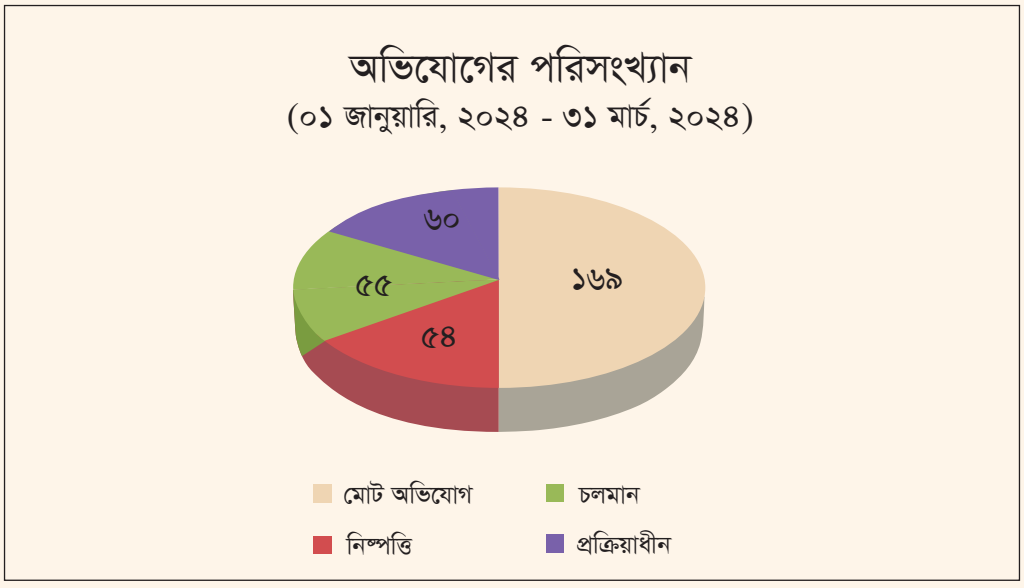

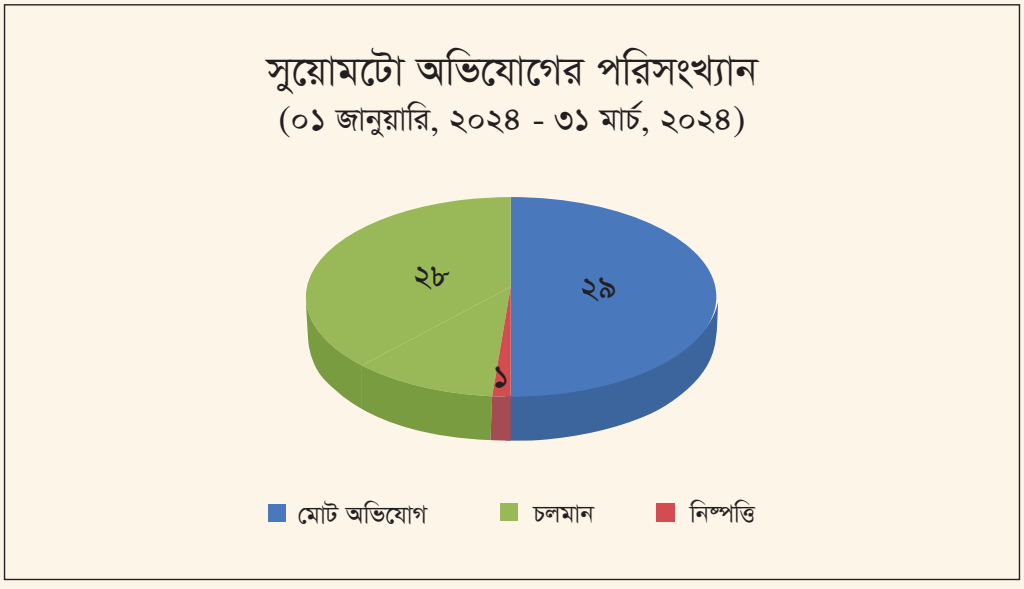

কমিশনের কার্যক্রমের ঘটনা প্রবাহ

নির্বাচনে মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ০১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা।

সভায় ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসারের কমান্ডার/ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন আসনের প্রার্থী/প্রার্থীর প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিগণ, মানবাধিকারকর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনাকালে ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক চর্চার গুরুত্বপূর্ণ দিক শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক চর্চা। সহিংসতামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রতিযোগিতা, আলোচনা-সমালোচনা ও বাদানুবাদ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শান্তিপূর্ণ রাজনীতি ছাড়া কোনোভাবেই সংঘাতের পথে যাওয়া যাবে না। কোনো ব্যক্তিকেই ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখা যাবে না। সহিংসতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিরপরাধ জনগণ।

আলোচনাকালে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান সহিংসতামুক্ত, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গণমাধ্যমকর্মী, সুশীল সমাজসহ সকল অংশীজনের প্রতি বিশেষভাবে আহ্বান জানান। যেকোনো তথ্য যাচাই করে পদক্ষেপ নেয়ার প্রতি মাননীয় চেয়ারম্যান গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও, তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে নির্বাচনকালীন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেন।

বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ

গত ০৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ রাজধানীর গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ ও শঙ্কা প্রকাশ করছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং আহত ও দগ্ধদের উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিতের দাবি জানান।

কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এটি নিছক দুর্ঘটনা নয় বরং এটি একটি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড। ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এ ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উদ্বিগ্ন এবং মর্মাহত। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যর্থতা ছিল কিনা তা তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। আগামী দিনগুলোতে যেকোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

এছাড়াও, দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনপূর্ববর্তী সহিংসতা, ভোটকেন্দ্রে আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে কমিশন। কমিশন সহিংসতামুক্ত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে।

মাথায় ইট পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যুর ঘটনায় পদক্ষেপ মানবাধিকার কমিশনের

১১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত 'মাথায় ইট পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু' বিষয়ক সংবাদটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নজরে এসেছে। প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় ভবন থেকে মাথায় ইট পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিনিয়র সহকারী পরিচালক দিপু সানার (৩৭) মৃত্যু হয়।

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবং প্রায়ই পথচারীদের হতাহত ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। কমিশন মনে করে, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ধরনের ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

অভিযোগে বর্ণিত ঘটনা তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা-কে বলা হয়। এছাড়াও, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ বাস্তবায়নে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা কমিশনকে অবহিত করার জন্য চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-কে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি জ্ঞাতার্থে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

তেঁজগাও বস্তিতে আগুনের ঘটনায় নারী ও শিশুসহ দুজনের মৃত্যুতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিবৃতি

গত ১২ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ শুক্রবার দিবাগত রাতে রাজধানীর তেঁজগাও বস্তিতে আগুনের ঘটনায় নারী ও শিশুসহ দুজনের মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, বস্তিতে বসবাসকারীগণ অনেক ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। রাজধানীর বস্তিগুলোতে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমাদের বিচলিত করেছে। এ সকল অগ্নিকাণ্ড নিছক দুর্ঘটনা নাকি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অংশ তা সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, বস্তিবাসীর সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে মানোন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোনো স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাতে কোনো ধ্বংসাত্মক খেলায় লিপ্ত না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মনে করে, বস্তিগুলোতে অগ্নি নির্বাপণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী এবং অন্যান্য নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

বেদেপল্লির অন্তত ২০টি বসতঘরে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় কমিশনের প্রতিক্রিয়া

সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, মাদারীপুরের কালকিনিতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেদেপল্লির অন্তত ২০টি বসতঘরে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এ সময় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন। উক্ত ঘটনায় পক্ষগুলো একে অপরকে দোষারোপ করছে এবং পরস্পরকে দায়ী করে বক্তব্য প্রদান করছে।

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ভোটাধিকার প্রত্যেকের অধিকার। এটি প্রয়োগের কারণে যদি বেদে পল্লির বাসিন্দাগণ হামলার শিকার হয়ে থাকেন তবে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং কমিশন এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

কমিশন মনে করে, তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করে হামলাকারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে কেউ কারো অধিকার যাতে হরণ করতে না পারে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ করে, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা ও মানোন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে।

ধলেশ্বরী নদী দূষণের ঘটনায় পদক্ষেপ

১০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ দ্যা ডেইলি স্টারে "Discharging of toxic waste into the Dhaleshwari by tanners goes on unabated" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। একই বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করেছে।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এ বিষয়ে বলেন, পরিবেশ রক্ষায় হাজারিবাগের ট্যানারি এস্টেট সাভারে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপরেও বুড়িগঙ্গার ন্যায় ধলেশ্বরী নদী দূষণ ঘটছে। বিষয়টি অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। চামড়া শিল্পের বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় নিষ্কাষন পরিবেশ ও জনজীবনের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এর ফলে পরিবেশ দূষণে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হচ্ছে এবং তারা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কমিশন মনে করে দূষণমুক্ত, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন ও বিধিবিধান সমূহের যথাযথ প্রয়োগ আবশ্যক।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি কার্যার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

তীব্র শীতে বিপর্যস্ত উচ্ছেদের শিকার সিটি পল্লীর বাসিন্দারা

গত ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ের সামনে যাত্রাবাড়ির ধলপুর থেকে উচ্ছেদের শিকার সিটি পল্লীর বাসিন্দারা পুনর্বাসনের সহায়তা চেয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা জানান, ধলপুরস্থ সিটি পল্লীতে ১৯৯০ সালে ২৩০টি টিনশেড ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়। উক্ত সিটি পল্লীর একটি ঘরের পরিবর্তে একটি ফ্লাট বরাদ্দের মৌখিক আশ্বাস দিয়ে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন গত ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ বিনা নোটিশে উচ্ছেদ করে। বর্তমানে ৯ মাস অতিবাহিত হলেও ভুক্তভোগীগণ কোনো প্রকারের আবাসন সুবিধা পাননি।

তাদের দাবী, প্রতিশ্রুত পুনর্বাসন নিশ্চিত না হওয়ায় বর্তমানে তীব্র শীতে প্রায় খোলা আকাশের নিচে তাদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। বর্তমানে তাঁরা অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বসবাস

করছেন। এ অবস্থায় বরাদ্দকৃত টিনশেড ঘর ফিরে পেতে বা প্রতিশ্রুত পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে তাঁরা কমিশনের মানবিক ও আইনগত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ আন্তরিকভাবে তাঁদের সমস্যা শোনেন এবং সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন। মূলত, সরকারের বিশেষ সুবিধায় বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসা হতে কোনো ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করার পূর্বে অবশ্যই তার বসবাসের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা সমীচীন। পুনর্বাসন ছাড়া কাউকে উচ্ছেদ না করার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তাদের বসবাসের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে কেন উচ্ছেদ করা হলো তা কমিশনের নিকট বোধগম্য নয়। এ অবস্থায় উচ্ছেদকৃত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা কমিশনকে জানানোর জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে।

তীব্র শীতে এ সকল মানুষকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে, যা অমানবিক এবং কমিশন পুনরায় সিটি কর্পোরেশন এবং আবাসন সুবিধা প্রদানকারী অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অতি দ্রুত তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহবান জানায়।

এ ঘটনায় কমিশনের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে যাত্রাবাড়ির ধলপুরে উচ্ছেদের শিকার সিটি পল্লীর বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তাদের আবাসনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পরের দিনই অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ কমিশনের সুপারিশে উচ্ছেদের শিকার ব্যক্তিদের শীতবস্ত্র বিতরণ করেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর। পাশাপাশি, খুব শীঘ্রই তাদের টেকসই আবাসনের ব্যবস্থা হবে বলে আশা করে কমিশন।

“প্রসূতির পেট ছিল কাটা, মা-সন্তান দু’জনই মৃত”

গত ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত “প্রসূতির পেট ছিল কাটা, মা-সন্তান দু’জনই মৃত” শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি ছিলো অনুমোদনহীন এবং অবৈধ। প্রসূতি মেঘলার ভুল চিকিৎসা হয় বলে পরিবার অভিযোগ করেছে। অনভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার এক পর্যায়ে অবস্থা বেগতিক দেখে জীবিত নবজাতক সন্তানকে ফের মায়ের পেটে ঢুকিয়ে দ্রুত বরিশালে নিতে বলেন চিকিৎসাকরা। এ ঘটনায় নবজাতক ও মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। সংক্রান্ত ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক, অমানবিক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, উক্ত ঘটনায় কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ আমলে নিয়ে কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) এবং জেলা জজ মোঃ আশরাফুল আলমকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করেছে। কমিটি সরেজমিন তদন্ত করে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

প্রতিবেদনে অনুসন্ধান কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয় যে,

১. ডাঃ সবুজ কুমার দাসের বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) এর নিবন্ধন স্থগিত করে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিবন্ধক/ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলকে বলা যেতে পারে।

২. সরকারের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক কেন মৃত মেঘলা আক্তারের পরিবারকে ৫০,০০০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৩. সারাদেশে অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ এবং উক্ত অবৈধ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে একজন ডাক্তার দিয়ে সার্জারি/অপারেশন করার বহুল প্রচলিত চর্চা বন্ধে টাস্ক ফোর্স গঠন করে সাড়াশি অভিযান পরিচালনার জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৪. সুন্দরবন হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মোঃ মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, ৪নং ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদ, বামনা, বরগুনা ও একই ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ রেজাউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-কে বলা যেতে পারে।

৫. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন প্রদানের প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করতে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৬. সরকারি ডাক্তারদের নিবন্ধনবিহীন হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান বন্ধে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করতে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

৭. বামনা উপজেলার সাবেক ইউএনও জনাব অন্তরা হালদার ও বামনা থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ

জনাব মোঃ মাইনুল ইসলাম কর্তৃক অনুমোদনবিহীন একটি প্রাইভেট হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষকে বলা যেতে পারে।

৮. ভুক্তভোগীর পরিবারের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে ঘটনার বিষয়ে দায়েরকৃত মামলার প্রধান আসামি ডাঃ সবুজ কুমার দাসসহ অন্যান্য আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করতে, মামলার তদন্ত কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং ভুক্তভোগী পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশ সুপার, বরগুনা-কে বলা যেতে পারে।

৯. বরগুনা জেলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার সকল সুব্যবস্থা করার জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বলা যেতে পারে।

তদন্ত কমিটির বর্ণিত সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করতে উপর্যুক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীদের নিয়ে সমাজের বিভ্রান্তি দূর করতে হবে- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

২২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে "ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর লিঙ্গ পরিচয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীদের অধিকার সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। জনমনে তাঁদের নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা নিরসনে প্রচার- প্রচারণা চালাতে হবে। বুদ্ধিমত্তা ও সক্ষমতায় তাঁরা সমান যোগ্যতার অধিকারী। সমাজের বঞ্চনার কারণেই তাঁরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। তাঁদের পরিবার থেকে বের করে দেয়া হয়। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের অধিকার হরণমূলক মানববন্ধন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর আমরা পত্র দিয়ে দিয়েছি।

তিনি আরও বলেন, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীদের অধিকার সুরক্ষাকল্পে আইনের খসড়া করা হয়েছে যা অনতিবিলম্বে প্রণয়ন করা হবে বলে আমি আশা করি। আইনি সহায়তার জন্য একটি কার্যকর আইনের প্রয়োজন রয়েছে। আইন প্রয়োগে সীমাবদ্ধ না থেকে আইন বাস্তবায়নেও সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ট্রান্সজেন্ডার বোর্ড গঠন করে সঠিক কর্মপরিধির দিকে এগিয়ে গেছে। আমাদেরকেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করে এগোতে হবে।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা বলেন, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমন্বিত কাজ করতে হবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আমি মনে করি, আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি বলেই তারা এখনও বিভিন্ন স্থানে বঞ্চনা এবং হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার সুরক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। এজন্য সবার আগে এ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত হতে হবে এবং এর জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল বলেন, মানবাধিকারের মূলনীতি হল সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীদের অধিকার সুরক্ষাকল্পে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব রাখেন। অতি শীঘ্রই উক্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি আশ্বাস প্রদান করেছেন।

সভায় হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীদের প্রতিনিধিগণ এবং কমিশনের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় বক্তারা সকল বৈষম্য ও বঞ্চনা দূর করার ক্ষেত্রে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় কমিশনের বিবৃতি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ কমিশন বিবৃতি প্রদান করেছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দম্পতিকে ডেকে এনে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগ নেতাসহ দুজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত মোস্তাফিজসহ ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় কমিশন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পবিত্র স্থানে এ ধরনের অপরাধ কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এর আগেও কয়েকবার ধর্ষণ, যৌন নিপীড়নের মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছিলো। বারবার একই স্থানে এমন ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করায় কমিশনের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সাধুবাদ জানানো হয়। কমিশন আশা করে দ্রুতই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন নারীর জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষকে আহবান জানিয়েছে কমিশন।

খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একযোগে কাজ করার আহ্বান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

কাতারের রাজধানী দোহায় গত ০৬-০৭ ফেব্রুয়ারি “Food Justice from a Human Rights Perspective: "Challenges of Reality and Future Stakes” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা এবং উপপরিচালক মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, খাদ্য স্বল্পতার কারণে নয় বরং বিশ্বজুড়ে চলমান যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত সহিংসতা এবং যুদ্ধের কারণে সংকটে থাকা জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। খাদ্যের অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একযোগে কাজ করতে হবে।

কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, দ্যা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি), ইউএনডিপি, জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ (ইউএনএইচআরসি) যৌথভাবে এই কনফারেন্সের আয়োজন করে। বৃহৎ পরিসরে আলোচনা, বিশ্লেষণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়।

সভায় জাতীয় মানবাধিকার কমিটি, কাতারের চেয়ারপারসন, কোঅপারেশন কাউন্সিল ফর দ্যা আরব ষ্টেটস অফ দ্যা গালফ এর মহাসচিব, লীগ অফ আরব ষ্টেটস এর উপ-মহাসচিবসহ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সফরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটির মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং স্টেট অব কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, এবং অংশীদারত্ব শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

“১০০০ টাকায় ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা চেয়ারম্যানের!” শীর্ষক সংবাদের উপর কমিশনের পদক্ষেপ

গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ গণমাধ্যমে “১০০০ টাকায় ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা চেয়ারম্যানের!” শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, অভিযুক্তকে ১ হাজার টাকা জরিমানা, নাকে খত ও কান ধরে ওঠবস করিয়ে মীমাংসা করিয়ে দেন ইউপি চেয়ারম্যান। এর প্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ধর্ষণের মতো ঘটনায় একজন ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক আইনবহির্ভূত মীমাংসা করে দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দেশের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে অবজ্ঞার শামিল মর্মে কমিশন মনে করে। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তদন্তপূর্বক চিহ্নিত করে আইন ও বিচারের আওতায় নিয়ে আসা সমীচীন।

এ অবস্থায়, উক্ত ঘটনায় তদন্তপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়। উক্ত ঘটনায় বেড়া থানায় দায়েরকৃত মামলায় জড়িত সকল আসামী গ্রেফতার, মামলার তদন্তকাজ নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন দাখিলপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১৭(১) ধারা মোতাবেক পুলিশ সুপার, পাবনা-কে বলা হয়।

শিক্ষাঙ্গনে নৈতিক স্খলনের ঘটনাগুলো খুবই দুর্ভাগ্যজনক- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ, ঢাকার আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষাঙ্গনে নৈতিক স্খলনের ঘটনাগুলো খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সম্প্রতি দেশের প্রথম সারির কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানিসহ অন্যান্য যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে তা আমাদের উদ্বিগ্ন করছে। নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষকদের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন তৈরি করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সুস্থ ও মননশীল শিক্ষার পরিবেশ ও সংস্কৃতি গঠনে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষা একটি মানবাধিকার। প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষার অধিকার রয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে মানবাধিকার নিশ্চিত করা যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার অর্থ শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়। নৈতিকতার বিকাশ, মূল্যবোধ ও পারিপার্শ্বিক সকল শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিতে জোর দেয়ার আহ্বান জানান। নতুন কারিকুলাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি আশা করবো নতুন কারিকুলাম শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও যুগোপযোগী মূল্যায়ন করবেন। তিনি বলেন, মানবাধিকার সচেতনতাবিহীন ব্যক্তির মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় না। গাজাতে ইসরায়েলের নির্মম হত্যাযজ্ঞ আমাদেরকে ব্যথিত করেছে। যেসব দেশ এই নির্মম হত্যাযজ্ঞের সমর্থন দিয়েছে এবং মানবিক বিপর্যয় ঘটিয়ে চলছে তাদের ধিক্কার জানাতে হবে। তাদের শিক্ষায়তনগুলোতে মানবিক মূল্যবোধের জাগ্রত করার শিক্ষাদান প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময়কালে ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিশুদের প্রতি সহিংসতা, অবহেলা ও সব ধরনের শোষণ রোধে আমাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। শিশু অধিকার সুরক্ষায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিশুর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে মানসম্মত শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে যে সকল শিশুরা শিক্ষার সুযোগ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাঁদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

গৃহকর্মীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকার কারণে নির্যাতনে জড়িতদের সাজা হয়না- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সাংবাদিকের বাসায় শিশু গৃহকর্মী প্রীতি ওরাং এর মৃত্যু বিষয়ক সংবাদ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নজরে এসেছে। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জানা যায় যে, রাজধানীতে ডেইলি স্টারের নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আশফাকুল হকের বাসায় গৃহপরিচারিকা চা শ্রমিকের কন্যা প্রীতি ওরাং নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মঙ্গলবার সকালে মোহাম্মদপুরের শাহজাহান রোডের বাসার ৯ তলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয় শিশু প্রীতি ওরাং। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ৭ ফেব্রুয়ারি বুধবার নিহত গৃহকর্মী প্রীতি ওরাংয়ের বাবা লুকেশ ওরাং বাদী হয়ে অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে মর্মে মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে আশফাকুল ও তানিয়াসহ ওই বাসা থেকে মোট ছয় জনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়।

কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের সুরক্ষার জন্য গৃহকর্মী সুরক্ষা নীতিমালা থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে গৃহকর্মী নির্যাতন একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গৃহকর্মীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকার কারণে নির্যাতনে জড়িতদের সাজা হয়না বললেই চলে। ফলে, সমাজে গৃহকর্মী নির্যাতনের বিচারহীনতার এক সংস্কৃতি বহমান। এ কারণে সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়াটাই একটি চ্যালেঞ্জ। কোনো কোনো ঘটনায় মামলা হলেও কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থের দাপট, পেশী শক্তি এবং রাজনৈতিক দাপটের কাছে পরাস্ত হতে হয় দুর্বলদের। ফলে, শুরুতে বা মাঝপথে আইনবহির্ভূত সমঝোতা লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত ঘটনাটি ঘটেছে একটি স্বনামধন্য পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের বাসায়। ৬ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক আশফাকুল হকের বাসায় গৃহকর্মী প্রীতির মৃত্যুর এ ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত নির্মম ও মর্মান্তিক। এই ধরনের পাশবিক ঘটনা আমাদের বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি নতুন কোন ঘটনা নয়, এটি পুরোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গত বছর ৬ আগস্ট একই সাংবাদিকের বাসায় এমন ঘটনা ঘটেছিলো।

এরই প্রেক্ষিতে তদন্তপূর্বক প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান করে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করা উচিত মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, গৃহকর্মী প্রীতি ওরাং এর মৃত্যুর ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা-কে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতিতে অনিয়মের অভিযোগ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ব্যাখ্যা তলব

রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) পদে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে বঞ্চিত করে কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করার বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের বেঞ্চে অভিযোগটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যাকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেষ্ঠ্যতা বিবেচনায় তার অবস্থান সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পরে। দুর্নীতি দমন কমিশনে চলতি দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। তারপরও তিনি প্রধান প্রকৌশলীর (বাস্তবায়ন) চলতি দায়িত্বের পদে নিয়োজিত রয়েছেন, যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের লঙ্ঘন। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, কোন কর্মকর্তাকে ৬ মাসের বেশি চলতি দায়িত্ব প্রদানের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট পদোন্নতি কমিটি বা বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে। অথচ, এই অনুমোদন না নিয়েই চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৩ বছরের বেশি উক্ত পদে নিয়োজিত রয়েছেন।

কমিশনের বেঞ্চ-১ মনে করে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির উচ্চতর পদে পদায়নের ক্ষেত্রে যদি এ ধরনের অনিয়ম হয় তবে তা দাপ্তরিক ব্যর্থতা, ব্যবস্থাপনার বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতির প্রশ্রয় দানের ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়াও, যদি বিধি মোতাবেক কেউ প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। বিষয়টি স্পষ্টকরণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর চেয়ারম্যানকে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আদেশের অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

নারায়নগঞ্জে পোশাক কারখানা পরিদর্শন

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল নায়ারণগঞ্জ জেলার কয়েকটি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মজুরি, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার, শিশুদের ডে-কেয়ার সেন্টার, শ্রমিকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা, বাক-স্বাধীনতা, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পরিদর্শনদল ফতুল্লা এপারেলস লিমিটেড, আমানা নিটেক্স লিমিটেড, এমবি নিট ফ্যাশন লিমিটেড ও এমএস ডায়িং প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং লিমিটেড কারখানা পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা, সচিব সেবাষ্টিন রেমা, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক এম. রবিউল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নাঈম চৌধুরী ও সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন।

পরিদর্শনকালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, পোশাকখাত দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে এবং অগণিত মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এটি দেশের জন্য গৌরবের এবং সুনাম বয়ে নিয়ে এসেছে। অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি পোশাক শিল্প আর পোশাকখাতের মূল শক্তি আমাদের শ্রমিকগণ। শ্রমিকদের কল্যাণে ন্যায্য অধিকার এবং সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা আমাদের মূল দায়িত্ব।

তিনি আরো বলেন, শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অত্যন্ত সোচ্চার। আমাদের সবাইকে শ্রমিকদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে শ্রমিকদের যথাযথ মজুরি নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছি। কোনো সুবিধাভোগী শক্তি যাতে আমাদের শ্রমিকদের অধিকার হরণ করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

পরিদর্শনকালে কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রমিকদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। এ সময় নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি ও নিরাপত্তাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরি- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশের ভূমি বিরোধ পরিবীক্ষণ নাগরিক প্রতিবেদন ২০২৩' উপলক্ষ্যে একটি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, বিভিন্ন স্থানে প্রভাবশালীদের দুর্বৃত্তায়ন ও অন্যায় বলপ্রয়োগের দ্বারা ভূমির অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। স্থানীয় দুর্বৃত্ত ও চাঁদাবাজ কর্তৃক জোড়পূর্বক জমিদখল, জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে দলিল করিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি ভূমি নিয়ে সহিংসতায় জীবন-জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। অনেকে অধিকার ক্ষুণ্ন হলেও আর্থিক, সামাজিক অবস্থান ও নিরাপত্তাজনিত ভীতির কথা বিবেচনায় প্রভাবশালীদের কাছে নতি স্বীকার করেন। এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের অধিকার সচেতনতা বাড়াতে হবে ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। কখনো ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ মাঠপর্যায়ের ভূমি অফিসগুলোতে অভিযোগ করে যথাযথ প্রতিকার পান না বলে জানান। কিছুসংখ্যক অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ কর্মচারীর কারণে জনগণের ভূমি অধিকার নষ্ট হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, 'ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা ও দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। জমিদারি ব্যবস্থা, সুদূর ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তানি আমল থেকে বীজ রোপিত হয়েছে। ভূমি সংঘাত ও দ্বন্দ্ব নিরসন করে ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় সৃজনশীল ও মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। তিনি বলেন, 'বান্দরবানের লামা সরইয়ের রেংয়েনপাড়া হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর ও লুটপাটের শিকার ম্রোদের আবাসস্থল পরিদর্শন করেছি

আমরা। যারা অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে অপরাধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কমিশন। পাশাপাশি পুনর্বাসন না করে তেলেগু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলে মনে করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কমিশন।

আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন, সংখ্যালঘু, দলিত ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার রক্ষায় কমিশন সোচ্চার রয়েছে। কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার সহজ পদ্ধতি রয়েছে। দেশের যেকোনো নাগরিক অনলাইনে ও ফোনে অভিযোগ জানাতে পারেন। অনেকে কমিশনে আসেন এবং অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে সেগুলো বিবেচনা করে থাকে। অধিকার লঙ্ঘনের শিকার সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের কমিশন থেকে আমন্ত্রণ জানাই যাতে তাঁরা আমাদের সেবা গ্রহণ করে।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ ল্যান্ড কনফ্লিক্ট সিএসও মনিটরিং রিপোর্ট ২০২৩ এর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ রিপোর্টটি নিয়ে মতামত প্রদান করেন। তিনি বলেন, রিপোর্টটির কিছু সীমাবদ্ধতা আমার চোখে পড়েছে। কারিগরি দিক শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা, সচিব সেবাস্টিন রেমা, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ইতিহাসের মাইলফলক ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে আমাদের আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল। সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের সচেতন থাকতে হয়েছে।

গৃহকর্মী নির্যাতনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করে আমরা কতটা অমানবিক হয়ে উঠেছি- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাকক্ষে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ "গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর অধিকার ও সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা। আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক এম. রবিউল ইসলাম, শাপলা নীড়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর তমোকো উছিয়ামা, শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ সরফুদ্দিন খানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, গৃহশ্রম ও দারিদ্র্যের আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। জীবন-জীবিকার সংগ্রামে গৃহে শিশুশ্রমের পরিমাণ বাড়ছে। গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুরা সামর্থ্যের বাইরে শ্রম, নিম্নমানের পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা, পুষ্টিকর খাবার ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হওয়া ইত্যাদিতে বাধ্য হচ্ছে। পাশাপাশি, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে অত্যন্ত অমানবিক জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। সমাধানের জন্য সামগ্রিক পরিসর অর্থাৎ আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিসর বিবেচনায় নিতে হবে এবং গবেষণাধর্মী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা উচিত। আইনটি যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট লক্ষ্যনির্ভর পদক্ষেপ নিতে হবে। আইনটি যাতে শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার পাশাপাশি যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করে তা খেয়াল রাখতে হবে। আইন প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, গৃহকর্মী নির্যাতনের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করে আমরা কতটা অমানবিক হয়ে উঠেছি। আমাদের মন-মানসিকতা কতটা নিচে নেমে গেছে সভ্য সমাজের বহিঃপ্রকাশ আমাদের মাঝে নেই। আমাদের মানবিক ও শিক্ষিত সমাজ নির্মাণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে আমরা গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগগুলো খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি। গৃহকর্মী খাদিজা ও প্রীতি ওরাং-কে নির্যাতনের বিষয়ে কমিশন কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে যেগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। বক্তব্য প্রদানকালে ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ স্বাস্থ্য খাতের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নৈতিকতা বিবর্জিত চিকিৎসা আমাদের কাম্য নয়। সম্প্রতি ডাক্তারদের অনৈতিক ও অমানবিক আচরণের সংবাদ আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। সুন্নতে খৎনা ও প্রসূতির ভুল চিকিৎসা সংক্রান্ত খবরগুলো প্রমাণ করে আমাদের সামাজিক কতটা অবক্ষয় হয়েছে।

পুলিশ হেফাজতে বডিবিল্ডার ফারুকের মৃত্যু: তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ মানবাধিকার কমিশনের

গত ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ যমুনা টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে পুলিশ হেফাজতে বডিবিল্ডার ফারুকের মৃত্যু বিষয়ক প্রতিবেদন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নজরে আসে। এ বিষয়ে কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, অভিযোগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর ও ঘটনাটি সত্য হয়ে থাকলে তা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। হেফাজতে নির্যাতন বা মৃত্যুর ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণিত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। উল্লিখিত ঘটনায় দ্রুত তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে বলা হয়।

দেশে স্বাস্থ্যখাত কি লাগামহীন নৈরাজ্য বা নিষ্ঠুরতার খাতে পরিণত হয়েছে?- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

স্বাস্থ্যখাতে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ গণমাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বিবৃতিতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে সম্প্রতি সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে একাধিক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, স্বাস্থ্যখাতে প্রতিনিয়ত সংঘটিত অনিয়ম, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার ঘটনা কমিশন লক্ষ্য করছে। ঘটনাগুলো জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যজনক। বাংলাদেশ যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে স্বাস্থ্য খাতের চরম নৈরাজ্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। স্বাস্থ্যখাতের অব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় মনিটরিংয়ের অভাবে যত্রতত্র অনুমোদনহীন হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। চিকিৎসক এবং নার্সদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই অস্ত্রোপচার এবং চিকিৎসা কর্মকাণ্ড চলছে। অনতিবিলম্বে এ সকল অনুমোদনহীন হাসপাতাল চিহ্নিত করে চিকিৎসা কর্মকাণ্ড বন্ধ করা ও দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানায় কমিশন।

বিবৃতিতে গাফলতি ও ভুল চিকিৎসার শিকার শিশু আয়ান ও আহনাফসহ অন্যান্য পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের জন্যও আহ্বান জানায় কমিশন। কমিশন লক্ষ্য করছে যে, রাজধানীর বিভিন্ন অভিজাত হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভুল চিকিৎসা, অবহেলা ও গাফিলতিজনিত মৃত্যুর ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে।

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মৌলভীবাজার জেলায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার উক্ত জেলা সফর করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক মোহাম্মদ গাজী সালাহউদ্দিন।

দিনব্যাপী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুপুর ১২টায় মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: সেলিম রেজা ও প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সিভিল সার্জন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ,

জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মীগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক।

সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, মানবাধিকার একটি বিস্তৃত ধারণা আর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব মানবাধিকার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে সেখানে সতর্ক ভূমিকা পালন করে কমিশন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি খৎনা করতে গিয়ে শিশুর মৃত্যু, বরগুনায় প্রসূতিকে নবজাতকসহ সেলাই করে দেওয়া, ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধিসহ নানান ঘটনাকে নিষ্ঠুরতার সাথে তুলনা করে বলেন, চিকিৎসাক্ষেত্রে যদি গাফিলতির ঘটনা ঘটে তাহলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তিনি তার বক্তব্যে নারীর ক্ষমতায়ন, গৃহকর্মীদের সুরক্ষা, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অধিকার রক্ষা, কিশোর গ্যাং থেকে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নদী-খাল এবং পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে গৃহীত নানা পদক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করেন।

কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তিনি বলেন মানবাধিকারের বিষয়টি চর্চার বিষয় এবং শিশু বয়স থেকেই পরিবার থেকে চর্চা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মানুষের অধিকার নিশ্চিতের জন্যই কমিশন জেলায় জেলায় পরিদর্শন করে। যদি কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তাহলে কমিশন অসহায়দেরকে বিনা খরচে আইনি সহায়তা ও মামলা পরিচালনার কাজে সহায়তা করে। তিনি তাঁর আলোচনায় সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনসেবামূলক কাজ করা এবং তাদের দ্বারা যেন সাধারণ মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত না হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

কুলাউড়া উপজেলার ঝিমাই খাসিয়াপুঞ্জি পরিদর্শন

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ঝিমাই খাসিয়াপুঞ্জিতে চা বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৭২টি খাসিয়া পরিবারকে উচ্ছেদ, ভূমি দখলের চেষ্টা, খাসিয়াদের জীবন-জীবিকার অবলম্বন পানগাছ কেটে ফেলা ও বন ধ্বংসের ঘটনায় গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজাসহ কমিশনের প্রতিনিধিদল।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঐতিহ্যগতভাবে উক্ত এলাকায় বসবাসকারী খাসিয়া পরিবারদের চলাচলের প্রধান সড়কটিও চা বাগান কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে কমিশনের হস্তক্ষেপে উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হলেও খাসিয়া পরিবার ও চাবাগান কর্তৃপক্ষের মাঝে ভূমি বিরোধ এখনো বিরাজ করছে। এরই প্রেক্ষিতে খাসিয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ভূমি রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল খাসিয়াপুঞ্জি পরিদর্শন করে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ করেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল খাসিয়া জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার খোঁজখবর নেন এবং একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান খাসিয়াদের জীবন-জীবিকার অধিকার সম্পর্কে বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন খাসিয়াদের সমস্যাগুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখে আসছে এবং স্থানিক বাস্তবতা জানার জন্যই খাসিয়াপুঞ্জি পরিদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বক্তব্যে খাসিয়া জনগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং খাসিয়াদের পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য যাতে সংরক্ষিত হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। খাসিয়াদের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণে গুরুত্বারোপ করে কমিশনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান।

কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানবাধিকার কমিশন থেকে এই পরিদর্শনের পর খাসিয়া জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁদের মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করা হবে।

কমিশনের প্রতিনিধি দলে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক মোহাম্মদ গাজী সালাহউদ্দিন এবং সহকারী পরিচালক মো: তানবিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

হবিগঞ্জ জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি'র মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ বুধবার হবিগঞ্জ জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'হবিগঞ্জ জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি'র মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক মোহাম্মদ গাজী সালাহউদ্দিন। জেলা প্রশাসক মো: জিলুফা সুলতানার সভাপতিত্বে উক্ত সভায় জেলার সিভিল সার্জন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধিগণ, শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর বর্তমান কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য দেন কমিশনের উপপরিচালক মোহাম্মদ গাজী সালাহউদ্দিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার্থীদের হয়রানির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। এসব ঘটনার বিরুদ্ধে কমিশন সোচ্চার রয়েছে এবং এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সভায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় আলাদা আইন এবং মানবাধিকার রক্ষায় বৈষম্য নিরোধ আইনের বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে তুলে ধরেন।

আলোচনার একপর্যায়ে তিনি বিভিন্ন প্রতারক মানবাধিকার সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকার প্রতি গুরত্বারোপ করেন। এছাড়াও, তিনি হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালের চিকিৎসার পরিবেশের ব্যাপারে অসন্তোষ জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা দেন।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের বক্তব্যে প্রবাসীদের দু:খ-দুর্দশা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, গৃহকর্মীদের সুরক্ষা, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অধিকার এবং পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি নিয়ে তথ্যভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে।

কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা তাঁর বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখার প্রয়াসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোছা: জিলুফা সুলতানা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সুরক্ষা কমিটির কার্যক্রমকে গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আমরা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না - ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

০১ মার্চ ২০২৪ তারিখ বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ৪৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ও হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ ঘটনায় ঘটনাস্থল এবং শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় সচিব সেবাষ্টিন রেমা, উপপরিচালক সুস্মিতা পাইক এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা ইউশা রহমান উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি আমাদের ভীষণভাবে ব্যথিত করেছে। প্রায়ই অগ্নিকাণ্ডে মানুষ তাদের মূল্যবান জীবন হারাচ্ছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে অধিকাংশ ভবনে অগ্নিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা নেই। অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকিগুলো জানার পরেও ভবনগুলোতে দিনের পর দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। এই অগ্নিকাণ্ডে অবশ্যই অসচেতনতা ও অবহেলা ছিল। এত বড় একটি বাণিজ্যিক ভবনে ফায়ার এক্সিট থাকবে না? আর এটা না থাকার কারণে মানুষ অনেক চেষ্টা করেও বের হতে পারেনি।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। এ সময় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের খোঁজ খবর নেন।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান আরও বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি মর্মপীড়াদায়ক এবং ভীষণ উদ্বেগের। এ ধরনের বড় দুর্ঘটনাগুলো ঘটার পরে কিছুদিন উত্তপ্ত পরিস্থিতি থাকে। কিছুদিন আলোচনা-সমালোচনা হয় কিন্তু কিছুদিন পর আবার তা থেমে যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এ বিষয়গুলোতে সচেতন হচ্ছি না, কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে না। দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষও কখনো যথাযথ নজরদারি করছে না বলে ঘুরে ফিরে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আমরা প্রায়ই দেখি এ ধরনের ঘটনায় তদন্ত হয়, প্রতিবেদন জমা হয়। কিন্তু প্রতিবেদন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হয় না। আমরা আর পুনরাবৃত্তি চাই না। আমরা মনে করি, যাদের গাফিলতিতে এমন অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে।

তিনি আরও বলেন, রাজধানীতে কিছুদিন পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। কমিশন অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যথাযথ তদন্ত করে সুপারিশ প্রদান করেছে। এছাড়াও, গত ০৪ জুন ২০২৩ তারিখ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কমিশন গবেষণাধর্মী বেশ কিছু সুপারিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করেছে। কমিশন মনে করে, সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মাননীয় চেয়ারম্যান অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ, বিল্ডিং কোড অনুসরণ ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল আচরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অগ্নি দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি: প্রাণহানির শেষ কোথায়? শীর্ষক সাংবাদিক সম্মেলন

বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে গত ০৩ মার্চ, ২০২৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাকক্ষে দুপুর ২:৩০ মিনিটে অগ্নি দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি: প্রাণহানির শেষ কোথায়? শীর্ষক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, সদস্য ড. তানিয়া হক ও মোঃ আমিনুল ইসলাম, সচিব সেবাষ্টিন রেমা, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

সম্মেলনে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, ভবন মালিকদের শাস্তি নিশ্চিত করা হলে অগ্নিকাণ্ড ও প্রাণহানির পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে। দিনের পর দিন দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। এ কারণে অগ্নিকাণ্ডগুলো ঘটেই চলছে। একটি ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি দপ্তর ও সংস্থাসমূহকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ জরিমানার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের আইনেও বিস্তারিত উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রয়োগ ঠিকমত হচ্ছে না। এটিই সমস্যা জিইয়ে রাখছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উদাসীনতা, দায়িত্বহীনতা ও ম্যানেজ হওয়ার প্রবণতা প্রতীয়মান হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বহীনতায় একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মামলা হয়নি। আবার দু একটি ক্ষেত্রে মামলা হলেও সাজার দৃশ্যমান নজির নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ীদের চিহ্নিত করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিগত বছরগুলোতে সংঘটিত বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরনের ঘটনাগুলো থেকে আমরা যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনাগুলোতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রদান করেছে। কমিশন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যেসব সুপারিশ করেছে তা বাস্তবায়ন হলে দুর্ঘটনাগুলো পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হতো। প্রত্যেকের মানবাধিকার নিশ্চিত করা, তাদের জীবন ও কর্মের অধিকারে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেটিও কমিশন গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

কক্সবাজারে জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৪ মার্চ ২০২৪ তারিখ কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভায় প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, সচিব সেবাষ্টিন রেমা, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক ও উপরিচালক এম. রবিউল ইসলাম। সভায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব ও আনসার, অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ভুয়া ও নামসর্বস্ব মানবাধিকার সংগঠনগুলো নিয়ে নিয়মিত অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেক সংগঠন কমিশনের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করে। এগুলোর অধিকাংশের সরকারি অনুমোদন নেই। মানবাধিকার নিয়ে পরিচালিত কর্মকাণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু মানবাধিকার নামধারী যেসব সংগঠন প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাৎ করে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। প্রতারক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

সভায় কমিশনের চেয়ারম্যান আরও বলেন, বাল্যবিবাহের ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর ঘটনাগুলোও ঘটে থাকে। এটি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। তিনি আলোচনায় বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার ধারণাটির প্রতিফলন হয়েছে। সংবিধানের ৩য় ভাগে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে যা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ৩য় ভাগের অর্থাৎ ২৬ থেকে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিটিই মানবাধিকার ধারণার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, সংবিধানের প্রস্তাবনায় মৌলিক মানবাধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা বলেন, মানবাধিকার ধারণাটি একটি বিস্তৃত ধারণা। আমাদের সবাইকে এর অর্থ ও গভীরতা উপলব্ধি করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে সবাইকে সরব থাকতে হবে।

রামু উপজেলার ৪টি গ্রামকে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা

গত ০৫ মার্চ ২০২৪ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে রামু উপজেলার ৪টি গ্রামকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, সচিব সেবাষ্টিন রেমা, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক ও উপরিচালক এম রবিউল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, 'প্রত্যেক শিশুই অনেক স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের মাধ্যমে কন্যা শিশুর স্বপ্নগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। এই স্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। বাল্যবিবাহ মানবাধিকার লঙ্ঘন। একটি শিশু হয়েও গর্ভে ধারণ করতে হয় আরেকটি শিশুকে। শিকার হতে হয় পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতনের। এ কারণে বাড়ছে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু। শিশু জন্মগ্রহণ করেই ভুগছে পুষ্টিহীনতাসহ অন্যান্য রোগে। সামাজিকভাবে বাল্যবিবাহ বয়কট করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে গিয়ে কেউ বিপদে পড়লে মানবাধিকার কমিশন তাঁর পক্ষে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, বাল্যবিবাহের সাথে সম্পর্ক রয়েছে যৌতুকের। স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী নারীদের ব্যক্তিত্বের গঠন হয়। তাঁরা যৌতুক থেকে নিজেদের বিরত রাখে। যৌতুক রোধ করতে হলেও বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে। সমাজকে বাল্যবিবাহের অভিশাপমুক্ত রাখতে এবং সামাজিক ব্যাধি দূর করতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য সচেতনতা ও কার্যকর পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

বক্তব্যে কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা বলেন বাল্যবিবাহ নিরসনে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও মানবাধিকারকর্মীদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৪টি গ্রামকে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা করার পরেও যাতে এটি বজায় থাকে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

সারদায় পুলিশ একাডেমিতে ‘বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

গত ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ সকালে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সারদায় পুলিশ একাডেমিতে 'বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রাপ্ত তথ্যমতে, এ সময় পুলিশের ৭৩ জন এএসপি, ৭০৮ জন সার্জেন্ট এবং ৮০৬ জন এসআই অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মানবাধিকার ধারণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও কমিশনের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

মানবাধিকার ধারণাটি আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির মূলে প্রোথিত করতে হবে- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

গত ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ সোমবার দুপুর ২:৩০ মিনিটে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটি'র সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক।

সভায় জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শামীম আহমেদ, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার

সরকার ওমর ফারুক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, মানবাধিকারকর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য প্রদানকালে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, মানবাধিকার ধারণাটি আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির মূলে প্রোথিত করতে হবে। এ জন্য মানবাধিকারের মর্ম ও বিস্তৃতি উপলব্ধি করে চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে হবে। দেশব্যাপী মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় কমিশন নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ উন্নত ও মানবিক সমাজ নিশ্চিত করতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী অধিকার নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাতে পিছিয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থানে জোড় দিতে হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আত্মহত্যার ঘটনায় কমিশনের বিবৃতি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকার আত্মহত্যার সংবাদটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নজরে আসে। এ ঘটনায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে ১৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখ বিবৃতি প্রদান করে কমিশন।

গণমাধ্যমের বরাতে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, উক্ত শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পূর্বে ফেসবুক পোস্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহপাঠীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের নিপীড়নের অভিযোগ করেন। পাশাপাশি, একজন দায়িত্বশীল শিক্ষকের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেছেন, যিনি সহকারী প্রক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন।

বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, উক্ত শিক্ষক তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করে বরং আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীর সাথে এমন আচরণ করেছেন যা আত্মহত্যায় প্ররোচনার শামিল। এ ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি, সম্প্রতি শিক্ষাঙ্গনে নারী শিক্ষার্থীদের হয়রানিসহ নৈতিক স্খলন যেসব ঘটনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা কমিশনকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আত্মহত্যার ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারী শিক্ষার্থীরা প্রায়ই হয়রানির শিকার হচ্ছেন সে বিষয়ে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হতে হবে এবং শিক্ষার্থীবান্ধব সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ তৈরির জন্য মনোযোগী হতে হবে। কোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে শিক্ষাঙ্গনে আমাদের নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। উন্নত মানসিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশ ছাড়া শিক্ষাঙ্গন অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে, কমিশন কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রস্তুতকৃত ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত যৌন হয়রানি নিরোধ আইনের খসড়া যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে দ্রুত কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

বঙ্গবন্ধুর জীবন এক মহাকাব্য- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

গত ১৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী এবং 'জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার

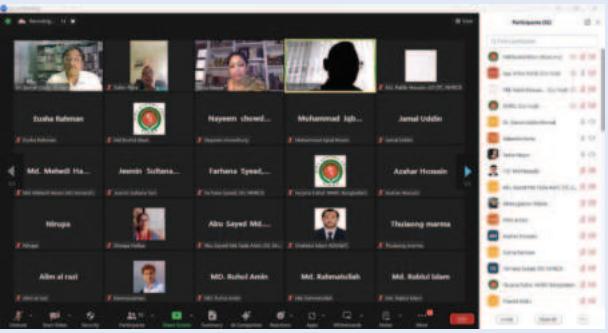

কমিশন এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা, সম্মানিত সদস্য মো: আমিনুল ইসলাম ও ড. তানিয়া হক, সচিব সেবাস্টিন রেমা, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) মো: আশরাফুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

কমিশনের সাবেক সম্মানিত সদস্য নিরূপা দেওয়ান এবং বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী শীপা হাফিজাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন।

সভায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর জীবন এক মহাকাব্য। ভালোবাসা ও মমতায় তিনি ছিলেন অসাধারণ, প্রতিবাদেও ছিলেন অসীম সাহসী। এজন্য মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অসংখ্যবার জেল খেটেছেন। শাসকের রক্তচক্ষুকে তিনি কখনো ভয় করেননি। বঙ্গবন্ধু অন্যায়ের সঙ্গে কখনোই আপস করেন-নি। শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের জন্য লড়াই করেছেন এবং তিনি ছিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের একজন মহান পথিকৃৎ।

তিনি আরও বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া আদর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমরা শিশুদের গড়ে তুলতে পারলে আমরা এক উন্নত জাতিতে পরিণত হতে পারবো। উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে শিশুদের মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে'।

কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের নেতা, বিশ্ব মানবতার নেতা। তাঁর জীবন ও কর্মের প্রতিটি পাতায় পাতায় রয়েছে সংগ্রামের ইতিহাস, শান্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

আলোচনায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ দীর্ঘ ২৩ বছরের গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনের পথপরিক্রমায় ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ও অবদান নিয়ে আলোচনা করেন এবং গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন।

মৌলভীবাজারে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ঘরে আগুন লেগে ৫ জনের মৃত্যুর ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষোভ প্রকাশ

গত ২৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখ মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় ঝড়ের মধ্যে বসতঘরে বিদ্যুতায়িত হয়ে একই পরিবারের তিন শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ এবং নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ঝড়ের সময় বিদ্যুতের ১১ হাজার ভোল্টের মূল তার ওই পরিবারের ঘরের ওপর ছিঁড়ে পড়েছিল। টিনের তৈরি হওয়ায় ঘরে থাকা সবাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আগুনও জ্বলে ওঠে। এতে ঘরের বাসিন্দা বাকপ্রতিবন্ধী ফয়জুর রহমান, তাঁর স্ত্রী শিরি বেগম ও তিন শিশু সন্তান মারা যায় এবং আহত এক শিশু সন্তানকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়। পরবর্তীতে সে শিশু সন্তানেরও মৃত্যু হয়।

কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ এর তারের নিচে একটি টিনের তৈরি বাড়ি কীভাবে বানানো হয়েছে, বিষয়টি কমিশনের

বোধগম্য নয়। এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলা ছিল তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সম্প্রতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এর জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মনে করে, কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সচেতনতার মাধ্যমে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব। কর্তৃপক্ষের অবহেলা, অব্যবস্থাপনা ও মানহীন সরঞ্জাম ব্যবহার এ ধরনের দুর্ঘটনা বৃদ্ধি করে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় উক্ত স্থানের উপর দিয়ে বিদ্যুতের তার না দিতে জমির মালিক অনুরোধ করেছিল এবং পরবর্তীতে তারটি রাবার দিয়ে পেঁচিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি যার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে মর্মে প্রাথমিক প্রতীয়মান হয়। এর দায়ভার পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। এ অবস্থায় আদেশ হয় যে, এ বিষয়টি তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা এবং ঘটনায় আহত মেয়েটির চিকিৎসার খরচসহ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের মধ্যে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-কে বলা হয়।

অধিকার বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের নিত্য চর্চার বিষয়- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

গত ২৮ মার্চ, ২০২৪ তারিখ রাজধানীর একটি হোটেলে 'মানবাধিকার ও ভোক্তা অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, অধিকার বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের নিত্য চর্চার বিষয়। গণমাধ্যম সকল অনিয়মকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে, মানুষকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতেই আমরা সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারি।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ জনগণের মাঝে সংবিধান, আইন ও অধিকার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের প্রসারের জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে গণমাধ্যমকর্মীদের আহ্বান জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, মূল দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। বিগত বছরগুলোতে সংঘটিত নিমতলি, নিউমার্কেট ও বঙ্গবাজারে বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরনের ঘটনাগুলো থেকে আমরা যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করিনি। আমরা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হতো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩ পেশ

গত ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখ রবিবার বঙ্গভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এর নিকট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩ পেশ করেন। এ সময় কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা, সম্মানিত সদস্য মোঃ আমিনুল ইসলাম, কংজরী চৌধুরী, ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, কাওসার আহমেদ, ড. তানিয়া হক, সচিব সেবাষ্টিন রেমা, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) মোঃ আশরাফুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

উল্লেখ্য, বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিষয়ক সার্বিক তথ্য, ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষা ও কমিশনের বর্তমান প্রতিবন্ধকতাসহ অন্যান্য বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

দীর্ঘ সাত মাস অবরুদ্ধ থাকার পর কমিশনের হস্তক্ষেপে চলাচলের রাস্তা উন্মুক্ত হলো

সরকারি ১৫০ ফুট একটি রাস্তা। সেখানে নিজ জমিতে বাড়ি নির্মাণ করে প্রায় ৩০ বছর ধরে বসবাস করছেন এক পরিবার। কিন্তু একটি ডেভেলপার কোম্পানি দেয়াল নির্মাণ করে বাড়িতে চলাচলের জন্য ব্যবহৃত একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ করে দেয় বলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন আল ইমরান নামের এক ব্যক্তি।

অভিযোগকারী জানান, তারা নিজ জমিতে বাড়ি নির্মাণ করে প্রায় ৩০ বছর ধরে বসবাস করছেন। অভিযোগকারীর মা, বড়বোন এবং বোনের শিশু সন্তান গৃহবন্দী অবস্থায় অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছে। এর ফলে পরিবারটি বিভিন্ন ধরনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রতিপক্ষের হামলার ভয়ে আতঙ্কিত থাকার বিষয়টি তিনি কমিশনে অবহিত করেন। অভিযোগের বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেও কোনো ফল পাননি উল্লেখ করে অভিযোগকারী বিষয়টির সমাধান চেয়ে কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

অভিযোগের বিষয়ে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালককে ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই প্রেক্ষিতে কমিশনের উপপরিচালক জনাব সুস্মিতা পাইকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গত ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর বাসা থেকে বের হওয়ার একমাত্র রাস্তায় প্রায় ১৫ ফুট উঁচু দেয়াল তৈরি করে দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। এতে করে অভিযোগকারীর মা সকিনা আক্তার (৪৭), বড়বোন খালেদা আফরোজ এবং বোনের ০১ বছর বয়সী শিশু সন্তান খালিদ গৃহবন্দী অবস্থায় অবরুদ্ধ জীবনযাপন করছেন। ভুক্তভোগীদের চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়াতে তাদের মানবাধিকারে লঙ্ঘন করা হয়েছে মর্মে সরেজমিন পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালককে ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ প্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বে চলাচলের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য উক্ত ডেভেলপার কোম্পানিকে নির্দেশনা দেওয়া হলে তারা দ্রুত চলাচলের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেয়। সর্বশেষ কমিশনের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ ০৭ মাস অবরুদ্ধ থাকার পর ডেভেলপার কোম্পানি কর্তৃক চলাচলের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বলে কমিশনকে নিশ্চিত করেছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর ভাতা পেতে হয়রানি: কমিশনের পদক্ষেপে সমাধান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপে অনেক হয়রানির পর বকেয়া মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পেয়েছেন এক নারী। অভিযোগকারী নিলুফার ইয়াসমিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, দীর্ঘসময় তাঁর স্বামীর মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রতি মাসে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার স্থলে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। এর পূর্বেও এই টাকা প্রদানে গরমিল ছিল। তিনি প্রথমে নওগাঁ সমাজ কল্যাণ অফিসে যোগাযোগ করেন। তাঁরা তাঁকে সোনালী ব্যাংক নওগাঁ শাখায় যোগাযোগ করতে বলেন। ব্যাংক মন্ত্রণালয়ে টাকা ফেরত গেছে বলে নিলুফার ইয়াসমিনকে অবহিত করে। এ অবস্থায়, অভিযোগকারী একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসাবে বকেয়া ভাতাদি পাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে আবেদন করেন।

এ বিষয়ে কমিশনে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়। তাঁর কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় উপজেলা পর্যায়ে Management Information System (MIS) এ তথ্য এন্ট্রি করার সময় সম্মানি ভাতা প্রাপ্যতার হার কলামে ১০০% এর স্থলে ভুলক্রমে ১০% এন্ট্রি করা হয়। তবে তারা "বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২০" এর ৯নং অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ নং-৫ অনুসারে কোনো প্রাপ্য সম্মানী দিতে অস্বীকার করে বলে যে, কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা বা সুবিধাভোগী সংশ্লিষ্ট অর্থ বছর ব্যতীত পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের কোনো বকেয়া সম্মানি ভাতা দাবি করতে পারবেন না।

পরবর্তীতে এই প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এটি প্রত্যাখান করে বলে যে, সরকারি কর্মচারীর দায়িত্বে অবহেলার কারণে সৃষ্ট ভুলের খেসারত কোনোভাবেই একজন ভাতাভোগীর দেয়া সমীচীন নয়। তাই যে বা যাদের দায়িত্ব অবহেলার কারণে ধারাবাহিক ভুলের সৃষ্টি হয়েছে তাঁর/তাঁদের নিকট হতে অভিযোগকারীর প্রাপ্য বকেয়া সম্মানি ভাতা আদায় করে অভিযোগকারীকে প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়। তখন তারা পরবর্তী প্রতিবেদনে জানায় যে, নিলুফার ইয়াসমিনের তেরো মাসের বকেয়া দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করার জন্য অর্থ বিভাগ কে তারা অনুরোধ করেছে । এ অবস্থায়, অর্থ বিভাগের সম্মতি/ অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত টাকা পরিশোধ করে কমিশনকে অবহিত করতে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে পুনরায় বলা হলে গত ০৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের প্রতিবেদনে তারা জানায় যে, অভিযোগকারীর জন্য বকেয়া (২,৩৪,০০০) দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ।

প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশ নিয়ে গিয়ে এজেন্সির প্রতারণায় ক্ষতিপূরণ আদায়

কুমিল্লার জাভেদ হোসেন ভূঁইয়া কমিশনে অভিযোগ করেছেন যে, মেসার্স বিনিময় ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি রিক্রুটিং এজেন্সি তাঁর কাছে ০২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা নিয়ে গত ১২ মার্চ ২০২১ তারিখ তাঁকে সৌদি আরব পাঠায়। কোম্পানিটি থাকা-খাওয়ার সুবিধাসহ মাসিক ২৫০০ রিয়ালে স্কয়ারিং অপারেটরের কাজের প্রলোভন দিয়েছিলো। কিন্তু সৌদি আরবে যাওয়ার পর তাকে প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে ১৬ মাসে কেবল দেড় মাসের বেতন দেওয়া হয়। এছাড়া আকামা না দিয়ে এবং দিনে মাত্র একবেলা খাবার দিয়ে কষ্ট দেওয়া হতো। ফলে অভিযোগকারী বাধ্য হয়ে তাঁর কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি পুলিশের হাতে ধৃত হলে তাঁকে ১৫ দিন জেলহাজতে রেখে গত ১৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে শূন্য হাতে দেশে পাঠানো হয়।

অভিযোগকারী দেশে আসার পর সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বরাবর লিখিত অভিযোগ করলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির লোক এনে অভিযোগকারীকে এজেন্সিতে যেতে বলা হয়। এজেন্সিতে গেলে তারা ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে অভিযোগটি মীমাংসা করার জন্য অভিযোগকারীকে চাপ প্রয়োগ করে। এ অবস্থায়, অভিযোগটি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হস্তক্ষেপে সন্তোষজনক নিষ্পত্তি না হওয়ায় অভিযোগকারী কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে বলা হলে একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদন মতে, অভিযোগকারী কর্তৃক রিক্রুটিং এজেন্সি বিনিময় ইন্টারন্যাশনাল (আরএল-৩৫১)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে গত ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-তে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শুনানিতে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে পারস্পরিক সমঝোতায় রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

যৌতুক ও নির্যাতনের শিকার নারীকে আইনজীবী দিয়ে সহায়তা প্রদান

শেফালী আক্তার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তার মেয়ে শারমিন আক্তার গত ২৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে মোঃ সুজন মিয়ার সাথে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পারিবারিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিয়ের আগে তাদের কোন দাবী না থাকলেও বিয়ের পর তাঁর স্বামী ও শ্বাশুড়ি যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। অভিযোগকারী বাধ্য হয়ে নগদ দেড় লক্ষ টাকা এবং ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে দেন। বিয়ের কিছুদিন পর তার মেয়ের স্বামী জনাব সুজন মিয়া প্রবাসে চলে যায়। প্রবাসে যাওয়ার পর থেকে তার মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকজন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতনের শিকার হতে থাকেন।

পরবর্তীকালে অভিযোগকারী মেয়েকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন এবং একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। করোনাকালীন সময়ে তাঁর মেয়ের স্বামী দেশে চলে আসেন। তাঁর মেয়ের স্বামী জনাব সুজন মিয়া ও তাঁর বোন মিলে অভিযোগকারীর মেয়েকে আটকে রেখে নানাভাবে নির্যাতন চালায় এবং চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। নির্যাতনের ফলে তার সন্তান সম্ভবা মেয়ের গর্ভপাত হয়। কিছুদিন পর তাঁর মেয়ে পুনরায় গর্ভবতী হলে তার স্বামী তাঁকে অভিযোগকারীর কাছে রেখে পুনরায় প্রবাসে চলে যায়। তার স্বামী তাঁর কোনো খোঁজ খবর ও ভরণপোষণ দেয়না। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে তাঁর মেয়ে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। বর্তমানে তাঁর মেয়ের স্বামী জনাব সুজন মিয়া কোন প্রকার যোগাযোগ রাখছেন না এবং তাঁর সন্তানের কোন ভরণপোষণ দিচ্ছেনা।

অভিযোগকারী নিরুপায় হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু উক্ত মামলায় আশানুরূপ কোন ফল না পেয়ে তিনি কমিশনে আবেদন করেন। অভিযোগকারীর বিষয়টি আদালতে মামলা চলমান বিধায় উক্ত মামলায় এবং ভরণপোষণ সংক্রান্তে (যদি প্রয়োজন হয়) বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের এবং পরিচালনার জন্য কমিশনের ঢাকা জেলার প্যানেলভুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং অভিযোগকারীকে এ বিষয়ে সময় সময় অবহিত করার জন্য বলা হয়। অভিযোগকারীর নিকট থেকে একটি পত্র পাওয়া গেছে। পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, অভিযোগকারীর মেয়ে সুখে শান্তিতে স্বামীর বাড়িতে সংসার করছেন।

উল্লেখযোগ্য সুয়োমটো

জীবিত সাংবাদিককে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম কর্তন

গত ১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় 'ভোটার তালিকা-জীবিত সাংবাদিককে মৃত দেখিয়ে নাম কর্তন' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, নির্বাচন অফিসে উখিয়ার সাংবাদিক হানিফ আজাদকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম কর্তনের তথ্য পাওয়া গেছে। রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্বরত ৮নং ওয়ার্ডের গ্রামপুলিশ সাইফুল ইসলাম উপজেলা প্রশাসনকে জন্ম-মৃত্যুর তালিকা দিয়ে থাকে। এই সূত্রে উপজেলা প্রশাসন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত ও কর্তন করেন। ঠিক এ কায়দায় রাজাপালং পূর্ব দরগাহবিল গ্রামের বাসিন্দা সাংবাদিক হানিফ আজাদকে মৃত দেখিয়ে উখিয়া নির্বাচন অফিসে তালিকা প্রেরণ করে ভোটার তালিকা থেকে নাম কর্তন করার অভিযোগ উঠেছে। যার ফলে সাংবাদিক হানিফ আজাদ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে পারেননি। পুরনো রোহিঙ্গা গ্রামপুলিশ সাইফুল ইসলাম ঈর্ষান্বিত হয়ে এ কাজটি করেছেন বলে জানা গেছে। সে রোহিঙ্গা মেয়ে নুর জাহানের ছেলে। আমিনা খাতুনকে নকল মা বানিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র করে রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডের চৌকিদারের দায়িত্ব পালন করছে। ভোটাধিকার মানুষের মানবাধিকার। ঈর্ষান্বিত হয়ে জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম কর্তন একটি উদ্বেগজনক ঘটনা। এছাড়া প্রকাশিত সংবাদে একজন রোহিঙ্গার জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন এবং গ্রামপুলিশ হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয় উঠে এসেছে যা কোন ভাবেই কাম্য হতে পারে না। এ অবস্থায়, প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারকে বলা হয়েছে। আদেশের অনুলিপি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন কার্যালয়, ঢাকা-কে দেয়া হয়েছে।

মজুরি বঞ্চিত গারো নারী শ্রমিক

১৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ সমকাল পত্রিকায় 'মজুরি বঞ্চিত গারো নারী শ্রমিক' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জানা যায় যে, মধুপুর গড় এলাকার প্রায় ৫০টি গ্রামে গারো কোচ নারীরা কৃষিকাজে দিনমজুরের কাজ করে থাকেন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গারো নারীরাই সংসারের প্রধান বলে সংসারের প্রধান কাজগুলো তারাই করে থাকেন। সমানতালে পুরুষের সঙ্গে কাজ করেন। জীবন-জীবিকার জন্য কাকডাকা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙা শ্রম দিয়ে এলাকার কৃষিকে তারা অনন্য করে তুললেও তারা রয়েছেন কম মজুরি পাওয়ার কষ্টে। এছাড়া বৈষম্যের কারণে তাঁরা সামাজিক মর্যাদাও কম পাচ্ছেন। মজুরি বৈষম্যের ব্যাপারে ভুক্তভোগী নির্মলা জানান, নারী বলে তাঁদের বেতন কম। কাজ সমান করলেও বেতন সমান দেওয়া হয় না। স্বামী, দুই ছেলে ও মেয়ে নিয়ে লোপিয়া ম্রংয়ের (৩৫) সংসার। তিনি মজুরির ভিত্তিতে মাঠে দিনমজুরের কাজ করেন। তার মজুরি দৈনিক ৩০০ টাকা। স্বামীর মজুরি ৪০০-৫০০ টাকা। ক্ষেতের মালিকরাও নারী হওয়ার কারণে মজুরি কমের কথা স্বীকার করেছেন। রূপালী রানী (৪০) জানান, সন্তানদের যাতে এ কাজ না করতে হয় সেজন্য পড়াশোনা করাচ্ছেন। শত কষ্টেও প্রতিদিন মাঠে ছোটেন কাজের সন্ধানে। মজুরি ছাড়া যখন চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন, তখন তাঁরা পুরুষের সমান মজুরি পান। তবে চুক্তিভিত্তিক কাজের সুযোগ কম। ফলে তাদের দৈনিক মজুরিতে কাজ করতে হয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যেখানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে সেখানে গারো কোচ নারীদের বেলায় তা মানা হচ্ছে না, যা সংবিধান পরিপন্থী ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, একটি তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক বাস্তবিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তার অধিভুক্ত এলাকায় গারো, কোচ নারীসহ সমাজে এ ধরনের মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান আছে কিনা তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এই ধরনের বৈষম্য রোধে প্রয়োজনীয় প্রচারণা ও সামাজিক সচেতনতা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল-কে বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসক দম্পতির গৃহকর্মীর মৃত্যু

গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় 'ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসক দম্পতির গৃহকর্মীর মৃত্যু, পরিবারের দাবি হত্যা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে এক চিকিৎসক দম্পতির গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মির্জা মো. সাইফ গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হাসপাতালে আনার আগেই মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। ওই গৃহকর্মীর বাবা দ্য ডেইলি স্টারকে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌলভীপাড়ার গাজী ভবনের ১০ তলায় চিকিৎসক আনিসুল হক ও ইসরাত জাহানের ভাড়া বাসায় আবাসিক গৃহকর্মীর কাজ করতো। তিনি বলেন, বিকেলে ডাক্তার ইসরাতের বাবা বাবুল মিয়া ঢাকা থেকে আমাকে ফোন করে জানান, আমার মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আছে। তাঁর মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, চিকিৎসক দম্পতি প্রায়ই নির্যাতন করতো। আমার মেয়ে আত্মহত্যা করে থাকলে আমাদের ডেকে এনে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করতো। তারা নিজেরাই মরদেহ হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। এখন আত্মহত্যার গল্প সাজাচ্ছে। হত্যার পরে তারা বাসা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন বলেও জানান তিনি।

ওই গৃহকর্মীর মা জানান, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে মেয়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। সে সময় তাঁর মেয়ে অভিযোগ করেছিল, তাকে মারধর করা হয়েছে। গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টার দিকে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা চিকিৎসক ইসরাত জাহানকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে দেখেছেন। গণমাধ্যমকর্মীরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ইসরাত মুখ ঢেকে বেরিয়ে যান। পরে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে তালা ঝুলতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসলাম হোসেন ডেইলি স্টারকে বলেন, ঘটনাটির তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে বলা হয়েছে। উল্লিখিত ঘটনার সাথে চিকিৎসক দম্পতির নাম জড়িত থাকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের অনুলিপি সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে প্রেরণ করা হয়।

৫০৬ জন দিনমজুর, বিধবা, জেলের নামে ঋণ, জানতেন না কেউই

গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ প্রথম আলো পত্রিকায় '৫০৬ জন দিনমজুর, বিধবা, জেলের নামে ঋণ, জানতেন না কেউই' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, রাঙামাটির পশ্চিম চাইল্ল্যাতলী গ্রামে গৃহবধূ ফাতেমা বেগম জানতে পারেন, লংগদু উপজেলা সোনালী ব্যাংক শাখায় তার নামে চারটি হিসাব খুলে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৭২৪ টাকার ঋণ নেওয়া হয়েছে। ফাতেমা বলেন, তিনি কখনো সোনালী ব্যাংকে ঋণের জন্য যাননি। ১২ বছর আগে সরকারি অনুদানের কথা বলে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) ফটোকপি নেওয়া হয়। সে সময় অনুদানের ৭০০ টাকা দেওয়া হয়। এখন জানতে পারছেন, সেই আইডি কার্ড দিয়ে সোনালী ব্যাংক থেকে তার নামে চারবার ঋণ নেওয়া হয়েছে। গৃহবধূ ফাতেমা বেগমের মতো লংগদু উপজে-লার প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তির নামে এমন ঋণ নেওয়া হয়। ১২ বছর আগে নেওয়া এই ঋণ সুদে-আসলে বেড়ে কয়েক গুণ হয়েছে। ভুক্তভোগী লোকজনের বেশির ভাগই দিনমজুর, বিধবা ও জেলে। কয়েকজন ভিক্ষুকও আছেন তাঁদের মধ্যে। লংগদু উপজেলা ভাসান্ন্যা আদাম ও বগাচতর ইউনিয়নে ৫০৬ জনের নামে এ ধরনের ঋণ নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে।

এ বিষয়ে লংগদু সোনালী ব্যাংক কোনো তথ্য দিচ্ছে না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে ঋণ জালিয়াতির সত্যতা পায় পুলিশ। লংগদু থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জয়নাল তাঁর অনুসন্ধানে জানতে

পারেন, ২০১২-১৪ সালের মধ্যে ভাসান্ন্যা আদাম ও বগাচতর ইউনিয়নে অন্তত ৫০০ জনকে এ ধরনের ঋণ দেওয়া হয়। তবে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, তা জানা যায়নি। তদন্তে দেখা গেছে, ভুক্তভোগী প্রত্যেকের নামে ২৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম ৫০০ লোকের নামে এই পরিমাণ ঋণ নিলে টাকার অঙ্কে দাঁড়ায় দেড় কোটি টাকার মতো। বর্তমানে এসব ঋণ সুদ আর আসল মিলিয়ে দ্বিগুণের বেশি হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বছরের নভেম্বর মাসে ভাসান্ন্যা আদাম ও বগাচর ইউনিয়নের বেশ কিছু বাসিন্দার কাছে সোনালী ব্যাংক থেকে নোটিশ আসা শুরু করে। এমন প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষের কাছে নোটিশ এসেছে। তখন জালিয়াতি করে ঋণ নেওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন ভুক্তভোগীরা। গত বছরের ২৭ নভেম্বর পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দেন কয়েকজন ভুক্তভোগী। পরে লংগদু থানার এসআই মো. জয়নালকে এ বিষয়ে তদন্তের ভার দেওয়া হয়। তদন্তে তিনি জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ নেওয়ার সত্যতা পান। ব্যাংক কর্মকর্তারা তদন্ত না করে কীভাবে এত জনের নামে ঋণ দিয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা। সোনালী ব্যাংকের লংগদু শাখার ব্যবস্থাপক মো. আবুল কাসেমের সঙ্গে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কথা বলা যাবে না বলে জানান। লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, সোনালী ব্যাংকের অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা আমার কাছে এসেছেন। তৎকালীন কিছু ব্যাংক কর্মকর্তা ও কিছু স্থানীয় দালালের যোগসাজশে এমন দুর্নীতি হয়েছে বলে তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। এই ঋণ মওকুফ করার কোনো সুযোগ নেই। সোনালী ব্যাংক কিছু সুদ মওকুফ করে দিতে পারে।

অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক পিএলসিকে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি মাননীয় গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রেরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম কারাগারে হাজতির অস্বাভাবিক মৃত্যু

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় 'চট্টগ্রাম কারাগারে হাজতির অস্বাভাবিক মৃত্যু, নির্যাতনের অভিযোগ পরিবারের' শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ৩৮ বছর বয়সী এক হাজতির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (চমেক) জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই হাজতি রুবেলের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে তার স্বজন অভিযোগ তুলেছে, কারাগারের ভেতরে কারারক্ষী বা অন্য কয়েদিরা তাকে নির্যাতন করেছেন। মামলার নথি অনুসারে, বাড়ির পাশের এলাকা নন্দীপাড়া হরিমোহন এলাকায় চোলাই মদ বিক্রির সময় বোয়ালখালী থানা পুলিশের একটি দল গত ২৭ জানুয়ারি রাতে রুবেলকে আটক করে। রুবেলের পরিবারের সদস্য ও স্বজনের ভাষ্য, রুবেল পেশায় কৃষক, মাদক বিক্রেতা নন। তবে মাঝে মাঝে তিনি মদ্যপান করতেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রুবেলের খালাতো ভাই রাজীব দে দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, গ্রেপ্তারের পরে আদালত ভবনের হাজতখানায় আমরা দেখা করেছিলাম। ২৮ জানুয়ারি বিকেলে প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার সময় রুবেল সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। এরপর ২ ফেব্রুয়ারি তার সঙ্গে দেখা করতে আমরা চট্টগ্রাম কারাগারে গিয়েছিলাম। সেদিন আমরা দেখেছি, চারজন কারারক্ষী তাকে হুইলচেয়ারে করে ধরে ধরে নিয়ে আসছেন। রুবেল তাকাতে পারছিল না, মুখ থেকে লালা ঝরছিল। কারারক্ষীদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম ওই অবস্থা কীভাবে হয়েছে কিন্তু তারা কোনো সদুত্তর দেননি। আমরা রুবেলের ডান ভ্রু ও শরীরের আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। সে সময় রুবেল এক রকম অচেতন অবস্থায় ছিল। কারাগারে অভ্যন্তরে কয়েদির অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায়ভার জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই এড়াতে পারে না। এ ধরনের মৃত্যুতে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়।

একজন জীবন্ত আলোকবর্তিকার মর্মস্পর্শী আর্তনাদ

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত 'একজন জীবন্ত আলোকবর্তিকার মর্মস্পর্শী আর্তনাদ'-শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জানা যায় যে, গোপালগঞ্জ জেলার কলাবাড়ী ইউনিয়নের কুমারী রেখা রাণী ওঝা তার চাকরি জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'কুমারী রেখা রাণী গার্লস হাইস্কুল'। ব্যক্তিগত জীবনে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত থাকা কুমারী রেখা রাণী সারাজীবনের অর্জিত অর্থে তিলে তিলে গড়ে তুলছেন এই গার্লস স্কুল। এই স্কুল থেকে ছাত্রীরা প্রতিবছর এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। নিঃসন্তান রেখা কুমারী রাণীর নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের অবকাঠামো এবং অন্যান্য বিষয় সব ঠিক থাকলেও কলাবাড়ী ইউনিয়নের এই একটিমাত্র গার্লস স্কুল যেটি এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি।

নারী শিক্ষা প্রসারে একজন নারী তার সমগ্র জীবনের অর্জিত অর্থ দিয়ে যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছেন তা সমাজে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে একজন রেখা কুমারী রাণীর এই অবদানকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, বিষয়টি তদন্তপূর্বক স্কুলটির এমপিও-ভুক্ত করণে কোন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কী-না তা কমিশনকে অবহিত করতে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

সাংবাদিকের বাসায় শিশু গৃহকর্মীর মৃত্যু

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ আমাদের সময় পত্রিকায় 'সাংবাদিকের বাসায় শিশু গৃহকর্মী প্রীতি ওরাং হত্যার ন্যায্য বিচার চাই' -শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদসহ একই বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। রাজধানীতে ডেইলি স্টারের নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আশফাকুল হকের বাসায় গৃহপরিচারিকা চা শ্রমিকের কন্যা প্রীতি ওরাং নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মঙ্গলবার বাসার ৯ তলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয় শিশু প্রীতি ওরাং। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ৭ ফেব্রুয়ারি বুধবার নিহত গৃহকর্মী প্রীতি ওরাংয়ের বাবা লুকেশ ওরাং বাদী হয়ে অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে মর্মে মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে আশফাকুল ও তানিয়াসহ ওই বাসা থেকে মোট ছয় জনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। যেখানে সাংবাদিকদের সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেখানে, ৬ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক আশফাকুল হকের বাসায় গৃহকর্মী প্রীতির মৃত্যুর এ ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত নির্মম, মর্মান্তিক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এই ধরনের পাশবিক ঘটনা আমাদের বিবেককে চপেটাঘাত করে। ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি নতুন কোন ঘটনা নয়, এটি পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যা ঘটেছিল গত বছর ৬ আগস্ট একই সাংবাদিকের বাসায়। এই ঘটনার সঠিক তদন্তপূর্বক প্রকৃতপক্ষে সেদিন কী ঘটেছিল তা অনুসন্ধান করে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করা উচিত মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, গৃহকর্মী প্রীতি ওরাং এর মৃত্যুর ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করতে পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা-কে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ এখন আতঙ্কের কারণ

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত 'গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ এখন আতঙ্কের কারণ'-শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জানা যায় যে, বাসাবাড়িতে গ্যাস সংযোগ বন্ধসহ পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ কম থাকায় সিলিন্ডার চুলার প্রয়োজন বেড়েছে। রাজধানী কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রায় সব ঘরেই এখন গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবহার দেখা যায়। শুধু ঘরে নয়, ফুটপাতের চায়ের দোকানসহ হোটেলগুলোয় এর ব্যবহার আরো বেশি। এদিকে ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাও সম্প্রতি বেড়েছে। ব্যবহারকারীদের জন্য তা আতঙ্ক ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ৮৯৪। অর্থাৎ দিনে গড়ে দুটির বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০২২ সালে তা ছিল ৯৪টি। ওই বছর একজন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ সালেই ২১০টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২০ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন। অধিকাংশ ঘটনাই

ঘটছে গ্যাস লিকেজ থেকে। সিলিন্ডার সংশ্লিষ্ট উপকরণগুলো ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না করা ও চুলা জ্বালানোর আগে সতর্ক না থাকায় এমন ঘটনা বাড়ছে।

সিলিন্ডার ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মাত্রাতিরিক্ত দুর্ঘটনার হার বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আনা সমীচীন। সেইসাথে ত্রুটিপূর্ণ সিলিন্ডার বাজারজাতকরণ বন্ধসহ সিলিন্ডার ব্যবহারে সতর্কতা জারির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত মর্মে কমিশন মনে করে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, এ ধরনের দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করাসহ দুর্ঘটনা রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একই সাথে জনগণকে সতর্ক করতে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করতে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর-কে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি জ্ঞাতার্থে সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

চোখে গ্লু লাগিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত "চোখে গ্লু লাগিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ" শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, খুলনার পাইকগাছায় চোখে গ্লু (আঠা জাতীয় পদার্থ) লাগিয়ে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। পাইকগাছার রাড়ুলী গ্রামে গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালের ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়। গৃহবধূর স্বামী জানান, ঘটনার সময় ব্যবসার কাজে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। ওই সময় তার স্ত্রী বাড়িতে একাই ছিলেন। দুর্বৃত্তরা মই দিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে সেখান থেকে সিঁড়ি ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তার স্ত্রীর হাত পা বেঁধে চোখে আঠা জাতীয় গ্লু ও মুখে স্কচটেপ লাগিয়ে ধর্ষণ করে। পরে ঘরে থাকা টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়।

পাইকগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন, গৃহবধূকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। ধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার চোখে সাদা রঙের গ্লু জাতীয় কিছু লাগানো হয়েছে। তিনি বলেন, প্রায় ৪৫ বছরের এক নারীকে ধর্ষণ করার জন্য এত বড় ঘটনা ঘটানো হয়নি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। চোখে গ্লু (আঠা জাতীয় পদার্থ) লাগিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনাটি অত্যন্ত অমানবিক ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিবিড় তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা সমীচীন।

এ অবস্থায়, অভিযোগের বিষয়টির সুষ্ঠু ও নিবিড় তদন্তের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পুলিশ সুপার, খুলনা-কে বলা হয়েছে।

টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের বন্দির মৃত্যু

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ যুগান্তর পত্রিকায় 'টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের বন্দির মৃত্যুর শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জানা যায় যে, গাজীপুরের টঙ্গীতে অবস্থিত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে মারুফ আহমেদ (১৬) নামে এক কিশোরবন্দি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। অপরদিকে ভুক্তভোগীর পরিবার থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, নির্যাতনের কারণে মারুফ মারা গেছে। রফিক আহমেদ অভিযোগ করে বলেন, ২৭ জানুয়ারি খিলক্ষেত এলাকায় এক ঝালমুড়ি বিক্রেতার সঙ্গে কয়েকজন ছেলের ঝগড়া হয়। ঘটনাস্থলে মারুফ উপস্থিত ছিল বিধায় খিলক্ষেত থানা পুলিশ দুই ছেলের সঙ্গে মারুফকেও ধরে নিয়ে যায় এবং ২৮ জানুয়ারি কোর্টে চালান করে দেয়। পরবর্তীতে মারুফের বাবা জানতে পারেন যে, মারুফের নামে ডাকাতি মামলা হয়েছে এবং আদালত থেকে তাকে গাজীপুরের টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। গত ৮ থেকে ১০ দিন আগে মারুফের মা ইয়াসমিন বেগমসহ বাবা রফিক আহমদ টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে মারুফের সঙ্গে দেখা করতে গেলে মারুফ তার প্রতি নির্যাতনের কথা জানান। মারুফের বাবা জানান, গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ তাকে ফোন করে জানানো হয় মারুফ অসুস্থ এবং তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। পরে ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে তিনি দেখেন মারুফ অচেতন অবস্থায় রয়েছে। মারুফের বাবার অভিযোগ, তিনি মারুফের শরীরে, হাতের কনুইয়ে ও পিঠের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন।

বিভিন্ন সময়ে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে শিশু নির্যাতন এবং মৃত্যুর মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, জনমনে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে শঙ্কার সৃষ্টি হয়। কমিশন মনে করে, বারংবার শিশু

উন্নয়ন কেন্দ্রে শিশু নির্যাতন/মৃত্যুর যে অভিযোগ উঠে আসছে তা অনভিপ্রেত ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সঠিক তদন্তপূর্বক দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। বর্ণিত ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক মারুফ আহমেদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর-কে বলা হয়। আদেশের অনুলিপি জ্ঞাতার্থে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ কর্মকর্তার বাসার গৃহকর্মীর মৃত্যু

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ ভোরের কাগজসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে 'এবার পুলিশ কর্মকর্তার বাসার গৃহকর্মীর মৃত্যু: নির্যাতনের কথা জানিয়েছিলেন অন্য বাসিন্দাদের শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জানা যায় যে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সোমবার রাজধানীর শাহজাহানপুরে একটি বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছেন আনোয়ারা বেগম(৪০) নামক এক গৃহকর্মী। আনোয়ারা বেগম ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) মিরপুর বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) তরিকুল ইসলামের বাসায় ১৬ মাস ধরে কাজ করতেন। সংবাদ প্রতিবেদন মতে, ওই ভবনের একাধিক ফ্লাটের বাসিন্দারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, গৃহকর্মী আনোয়ারা বেগম গত সপ্তাহে আরো একবার ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যার মনোভাবের কথা তাদেরকে জানিয়েছিলেন। এর কারণ হিসেবে, আনোয়ারা বেগমকে মাঝে-মধ্যে নির্যাতন করা হয় এবং ঘাড়ের নিচে নখের আঁচড়ের দাগও দেখিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন এক বাসিন্দা। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি খবর পান, ভবনের ছাদ থেকে পড়ে গেছে এক গৃহকর্মী। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য আনোয়ারার মরদেহ ঢামেক মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দেশে গৃহকর্মীদের সুরক্ষার জন্য ২০১৫ সালে একটি নীতিমালা হলেও এর প্রচার ও প্রায়োগিক দিক অনেকটাই দুর্বল। সমাজে গৃহকর্মীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকার কারণে বিচারহীনতার এক সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ঘটনায় মামলা হলেও পরবর্তী সময়ে অর্থের দাপট, পেশিশক্তি এবং রাজনৈতিক দাপটের কাছে পরাস্ত হতে হয় দুর্বলদের। মামলার শুরুতে বা মাঝপথে আইনবহির্ভূত সমঝোতা লক্ষ্য করা যায়, ফলে অপরাধীদের সাজার হার খুবই কম। এই ঘটনার সঠিক তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়।

দলবেঁধে ধর্ষণে নারীর গর্ভের সন্তানের মৃত্যু, আসামি ধরছে না পুলিশ

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সারাবাংলা অনলাইন পত্রিকায় "দলবেঁধে ধর্ষণে নারীর গর্ভের সন্তানের মৃত্যু, আসামি ধরছে না পুলিশ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, পাবনায় স্বামীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে গর্ভবতী স্ত্রীকে দলবেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এতে তার গর্ভের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে ঘটনার ৫ দিন পার হলেও এখনও কোনো আসামিকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই নানা চাপে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন ভুক্তভোগীরা। তাদের ভাষ্য, পুলিশ আসামিদের ধরতে নানা তালবাহানা করছে। দলবেঁধে ধর্ষণ ও আসামি না ধরতে পারার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন আমিনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুনুর রশিদ। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে চর কেষ্টপুরে ওয়াজ মাহফিল আয়োজন করা হয়। মাহফিলের ডেকোরেশনের কাজ করছিলেন ভুক্তভোগী নারীর স্বামী। সেখানে ওয়াজ শুনে রাত ১২টার দিকে আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে তাদের গতিরোধ করেন অভিযুক্ত ৬ যুবক। একপর্যায়ে তার স্বামীকে অস্ত্র ও ব্লেডের মাধ্যমে জিম্মি করে এবং ওই নারীকে পাশের ভুট্টা ক্ষেতে নিয়ে অভিযুক্তদের দু'জন ধর্ষণ করেন। একপর্যায়ে ওই নারীর স্বামী তাদের কাছ থেকে ছুটে স্থানীয়দের বললে তারা দলবদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তদের একজনকে আটক করে গণধোলাই দেয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। এসময় ওই নারীকে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভুক্তভোগী নারীর স্বামী বলেন, আমার স্ত্রী ৩ মাসের গর্ভবতী ছিলেন।

গর্ভের সন্তান মারা গেছে। মামলা হলেও আমাদের এখনও কোনো কাগজপত্র দেওয়া হয়নি। থানায় গেলে কিছু পুলিশ সদস্য নানা কথা বলেন। আর যারা ধর্ষণ করেছে তাদের পক্ষ থেকেও নানা হুমকি ও চাপ আসছে। গণধর্ষণের মতো এমন পৈশাচিক ঘটনায় আসামি গ্রেফতার করতে না পারা অনভিপ্রেত। ঘটনার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তদন্তপূর্বক চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি। এ অবস্থায়, উক্ত ঘটনায় আমিনপুর থানায় দায়েরকৃত মামলায় জড়িত সকল আসামি গ্রেফতার এবং মামলার কাগজপত্র মামলার সংবাদদাতা ভুক্তভোগী পক্ষকে প্রদানসহ মামলার তদন্তকাজ নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের সাথে সাথে তা কমিশনকে অবহিত করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১৭(১) ধারা মোতাবেক পুলিশ সুপার, পাবনা-কে বলা হয়েছে।

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় মাদরাসা ছাত্র খুন

গত ০৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখ দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত "ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় মাদরাসাছাত্র খুন" শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এলাকার এক বখাটে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করছিল। এ ঘটনা দেখে তাকে বাধা দেয় মাদরাসার দশম শ্রেণির ছাত্র নিলয়। তার জেরেই কুপিয়ে হত্যা করা হয় নিলয়কে। সে টোনা দাখিল মাদরাসার ছাত্র। এ সময় নিলয়ের সঙ্গে থাকা তামিম খান নামের অন্য এক শিক্ষার্থীও আহত হয়। তামিম একই গ্রামের ইকরাম খানের ছেলে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, ১০-১২ দিন আগে টোনা ব্রিজের কাছে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে উত্যক্ত করছিল ব্রাহ্মণপাটনা গ্রামের শাকিল খান নামের ওই বখাটে। এ সময় নিলয় তাকে বাধা দেয় ও চড় মারে। গত ০১ মার্চ শুক্রবার রাতে নিলয় মোল্লা ও তামিম খান পাশের তালবাড়িয়া গ্রামে ওয়াজ মাহফিল শুনতে গেলে সেখানে তাদের আক্রমণ করে শাকিল খান ও তার সহযোগীরা। পরে স্থানীয়রা মিটিয়ে দেয়। এর কিছুক্ষণ পর আবার নিলয়কে ডেকে নিয়ে তারা চাকু ও রামদা দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন নড়াইলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী। তিনি বলেন, 'ইভ টিজিংয়ের ঘটনায় খুনটি হয়েছে। খুনিদের শনাক্ত করা গেছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।' ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় মাদরাসাছাত্র খুন হওয়া সংক্রান্ত অভিযোগের ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে আইনের আওতায় আনা সমীচীন। এ অবস্থায়, অভিযোগের বিষয়টির সুষ্ঠু ও নিবিড় তদন্তের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে মামলার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পুলিশ সুপার, নড়াইল-কে বলা হয়েছে।

শিক্ষককে মারধরের পর মাদক উদ্ধার দেখিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা দুই কনস্টেবলের

গত ০৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখ দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত "শিক্ষকের কাছ থেকে 'জব্দ করা' মাদক গেল কোথায়" শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। নাটোরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে মারধরের পর মাদক উদ্ধার দেখিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে দুই কনস্টেবলসহ চারজনের বিরুদ্ধে। গত ০৩ মার্চ রোববারের ওই ঘটনায় মাদক উদ্ধারের সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। বাগাতিপাড়া থানার পুলিশ জানিয়েছিল, ওই শিক্ষকের কাছ থেকে দুটি কাগজে হেরোইন পাওয়া গেছে। কিন্তু, থানায় জমা দেওয়া হয়েছে একটি কাগজ। থানার ওসি নান্নু খান বলছেন, ধস্তাধস্তিতে এক পুরিয়া মাদক হারিয়ে গেছে বলে দুই কনস্টেবল জানিয়েছে। এ অবস্থায় হেরোইন উদ্ধারের বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

রাষ্ট্রের পেশাদার শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশের দুই কনস্টেবলের বিরুদ্ধে একজন নাগরিককে মারধর করে, হাতকড়া পরিয়ে, মাদক দিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর, অগ্রহণযোগ্য ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। কোন অফিসার ছাড়া কেবল দুইজন কনস্টেবল ও পুলিশের তথাকথিত সোর্স কর্তৃক তল্লাশি ও গ্রেফতার, ওসির পরামর্শে আসামির তালিকা থেকে দুই কনস্টেবলের নাম বাদ দেওয়া, উদ্ধারকৃত মাদকের বিষয়ে ওসির একেক সময় একেক ধরণের বক্তব্য প্রদানসহ সার্বিক দিক যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। এ অবস্থায়, অভিযোগের বিষয়গুলো তদন্ত করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে বলা হয়েছে।

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে গেট থেকে দুর্নীতি বিষয়ক প্রকাশিত সংবাদের উপর সুয়োমোটো

গত ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত "বরিশাল কারাগার, গেট থেকেই শুরু লেনদেন; থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, সাক্ষাৎ-সবকিছুতে লাগে টাকা, সহজেই মিলে মাদক" শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংবাদ প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান গেট থেকে দুর্নীতি শুরু হলেও শেষটা কোন পর্যন্ত তার সীমারেখা নেই। আসামিদের সঙ্গে দেখা করতে লাগে টাকা। খাবারের দাম বাইরের চেয়ে তিন থেকে চারগুণ। যাচ্ছেতাই খাবার হলেও বাধ্য হয়ে বেশি দামে কিনতে হয় ক্যান্টিন থেকে। যাদের আর্থিক অবস্থা দুর্বল তাদের জন্য বরিশাল কারাগার যেন নরক। এখানে টাকা দিলে মেলে ভালো বিছানা। না দিলে থাকতে হয় বাথরুমের সামনে কিংবা ম্যাটের ইচ্ছামাফিক জায়গায়। কারাগারের ভেতরের মেডিকেল কক্ষে কোনো অসুস্থ আসামি থাকে না, যাদের টাকা আছে কেবল তাদের ভাগ্যেই মেলে আরামদায়ক বিছানা। আর মেডিকেলের বিছানা পেতে লবিং তদবির করতে হয়। এখানে সহজেই মিলে নেশা, ইয়াবা, গাঁজা ও ঘুমের ট্যাবলেট। এসবের লেনদেন হয় পিসি বইয়ের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কারারক্ষী ও কয়েদিদের দিয়ে চলে মাদক বাণিজ্য। বন্দিদের দাবি, খাবারের মেন্যু তালিকাতেই সীমাবদ্ধ। এখানে খাবারের মাপ কম দেওয়াসহ নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে বছরের পর বছর। তবে রক্ষীদের নির্যাতনের ভয়ে কেউ টুঁ শব্দ করেন না। সদ্য কারামুক্ত বাকেরগঞ্জ উপজেলার হারুন হাওলাদার বলেন, পারিবারিক একটি মামলায় এক মাস কারাবন্দি ছিলাম। এক মাসে থাকা খাওয়া বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা জেলখানার পিসি বইয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করেছি। অথচ আসামিদের খরচ বহন করে সরকার। তিনি বলেন, মেডিকেলে এক মাসের জন্য আট হাজার টাকা দিতে হয়েছে। বাকি টাকা ক্যান্টিনের খাবার বিল ও পরিবারের সদস্যরা দেখা করতে এলে দেখার ঘরে দায়িত্বরতদের দিতে হয়েছে। এতে চল্লিশ হাজার টাকা এক মাসে খরচ হয়। উজিরপুর উপজেলার বাসিন্দা আব্দুর রহিম জায়গা সংক্রান্ত মামলায় সাত দিন ছিলেন বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে। তিনি বলেন, সারাজীবন শুনেছি জেলখানা মানে সরকারি ভাত। অথচ সাত দিনে আমার আট হাজার চারশ টাকা খরচ হয়েছে। মেডিকেলের সিট ভাড়া বাবদ দিয়েছি পাঁচ হাজার টাকা। বাকিটা খাবার বাবদ। কারণ জেলখানায় যে খাবার দেয়, তা মুখে দেওয়ার মতো নয়। সদ্য কারামুক্ত একাধিক আসামির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাসিক চুক্তিতে প্রতিটি ওয়ার্ড ও মেডিকেলের কক্ষ বেচাকেনা হয় আসামি গুণে। মানুষ বেচাকেনার এ বাণিজ্যে ম্যাটদের (কয়েদি) সঙ্গে সরাসরি জড়িত কারারক্ষী। সাত দিন, পনেরো দিন ও এক মাস চুক্তিতে আমদানি-রপ্তানি ওয়ার্ডে চলে আসামি বেচাকেনা। আর এই আসামি বেচাকেনার বাণিজ্য নিয়ে ম্যাটের (কয়েদি) মারামারি নিত্যদিনের ঘটনা। কারাগেটের ক্যান্টিনে আসামিদের খাবারের দাম কয়েকগুণ বাড়তি রাখলেও ভাউচার দেওয়া হয় না। এ নিয়ে কথা বাড়ালে আসামিদের খাবার দেয় না ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ। পোশাক কিংবা বিছানা-চাদরের জন্যও গুনতে হয় টাকা। আর ভেতরের ক্যান্টিনে রান্না করা খাবারের দাম বাইরের চেয়ে তিন-চারগুণ বেশি। কেউ প্রতিবাদ করলে পড়তে হয় ঝামেলায়। তাই মুখ বুঝে সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না বন্দিদের। কারাগারে আসামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যেন আরেক দুষ্প্রাপ্য বিষয়। নিয়মমাফিক স্লিপ কেটে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর পাঁচ থেকে দশ মিনিট দেখা মেলে। অনেক সময় আসামি খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন কথা শুনে চলে যেতে হয় পরিবারের সদস্যদের। তবে দুইশ থেকে পাঁচশ টাকা দিলে অপেক্ষা করতে হয় না এক মুহূর্ত।

রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ স্লোগানে বন্দিদের কারাগারে রাখা হলেও বরিশাল কারাগার কর্তৃপক্ষের লাগামহীন অনিয়ম ও দুর্নীতির সংক্রান্ত অভিযোগের ঘটনাটি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। এ অবস্থায়, অভিযোগের বিষয়গুলো সরেজমিনে সুষ্ঠু ও নিবিড় তদন্তপূর্বক সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) (জেলা ও দায়রা জজ) মোঃ আশরাফুল আলম এবং কারাগার পরিদর্শন সংক্রান্ত ফোকাল কর্মকর্তা ও উপপরিচালক এম. রবিউল ইসলামকে বলা হয়।

মাদারীপুরে সম্পত্তি লিখে নিয়ে মাকে ঘরছাড়া করল সন্তানরা

২৫শে মার্চ, ২০২৪ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাক সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে মাদারীপুরে সম্পত্তি লিখে নিয়ে মাকে ঘরছাড়া করল সন্তানরা শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাদারীপুর সদর উপজেলার পৌর পেয়ারপুর গ্রামে এক মায়ের সব সম্পত্তি লিখে নিয়ে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তারই সন্তানদের বিরুদ্ধে। ফলে ৮২ বছর বয়সী ১০ সন্তানের মা ফরিদা বেগম এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। সংবাদ মতে, ফরিদা বেগমের স্বামী কলম গড়িয়া ৩৫ বছর আগে মারা যান। এরপর আন্তরিক প্রচেষ্টায় তিনি তার ৪ ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়া ৬ মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ফরিদা বেগমের ভাষ্য মতে, স্বামীর রেখে যাওয়া ৬৭ শতাংশ ফসলি জমি বিক্রি করে তিনি সন্তানদের মানুষ করেছেন। আর বাড়ির ৪৫ শতাংশ জমি বিভিন্ন সময়ে কারণে-অকারণে লিখে নিয়ে গেছে সন্তানরা। দলিলে লাখ লাখ টাকা জমির মূল্য দেখালেও ফরিদাকে দেওয়া হয়নি একটি টাকাও। সম্প্রতি সবকিছু লিখে নেওয়ার পর মারধর করে ঘরে থেকে বের করে দিয়েছে ছোট ছেলে কাজল গড়িয়া। বড় ছেলে দেলোয়ার অশোভন আচরণ করেছে। ছোট ছেলে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর আশ্রয় নিয়েছিলেন বড় মেয়ে সুফিয়া বেগমের বাড়িতে। সম্পত্তির ভাগ কম হওয়ায় বড় মেয়েও মাকে দেখভাল করবেন না এবং খাবারও দিবেন না মর্মে জানিয়ে দিয়েছেন। আর অন্য ছেলেদের মুখেও একই কথা। এ অবস্থায়, বৃদ্ধ বয়সে এই ফরিদার ঠাঁই হয়েছে মানুষের দ্বারে দ্বারে।

অভিযোগে উল্লিখিত ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ও মর্ম পীড়াদায়ক। এ ধরনের ঘটনা ইদানীং প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। শেষ বয়সে পিতা-মাতার একমাত্র ভরসার জায়গা হয়ে ওঠে নিজ সন্তানেরা। পিতা-মাতার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু কেড়ে নিয়ে ঘরছাড়া করার ঘটনা সামাজিক অবক্ষয়ের নামান্তর। অভিযোগে বর্ণিত ঘটনায় বিধবা মা ফরিদা বেগম মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করেছেন অথচ সে সন্তানেরাই নিজ মাকে ঘরছাড়া করতে দ্বিধা করেনি। পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ অনুযায়ী পিতা-মাতাকে ভরণপোষণ প্রদানে সন্তানের উপর আইনানুগ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। কমিশন মনে করে, উপরোক্ত ঘটনায় ভুক্তভোগী ফরিদা বেগমের আইনগত ও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, অভিযোগের বিষয়টি যাচাই করে দ্রুততার সাথে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর-কে বলা হয়।

বিদেশী গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

কাতারের রাজধানী দোহায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকালে গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

কারাগার ও হাসপাতাল পরিদর্শন

কক্সবাজার জেলা কারাগার পরিদর্শন

গত ০৫ মার্চ ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার কক্সবাজার জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল

মৌলভীবাজার জেলা কারাগার পরিদর্শন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ মৌলভীবাজার জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন।

হবিগঞ্জ জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল হবিগঞ্জ জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তালিকা:

তারিখ	বিষয়	প্রশিক্ষক	সময় (ঘণ্টা)
০৪/০১/২০২৪	ডি-নথি সিস্টেম	মোহাম্মদ তৌহিদ খান উপপরিচালক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২
১১/০১/২০২৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-২০১২ এবং সুশাসন	মোঃ সেলিম রেজা মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২
১৮/০১/২০২৪	সাক্ষ্য গ্রহণ পদ্ধতি, প্রাসঙ্গিক সাক্ষী নির্বাচন, তদন্তের পদ্ধতিসমূহ এবং তদন্তের নৈতিকতা	মোহাম্মদ আনিচুর রহমান বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ	০২
২৫/০১/২০২৪	Managerial Skills Development	ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ মাননীয় চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২
০১/০২/২০২৪	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)	সুস্মিতা পাইক উপপরিচালক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২
০৮/০২/২০২৪	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICMW)	মোহাম্মদ আজহার হোসেন উপপরিচালক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২
১৫/০২/২০২৪	Convention on the Rights of the Child (CRC)	এম. রবিউল ইসলাম উপপরিচালক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২
২৯/০২/২০২৪	সামগ্রিক অফিস ব্যবস্থাপনা	সেবাষ্টিন রেমা সচিব জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২
১৪/০৩/২০২৪	How Government System Functions	মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী সাবেক মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সাবেক অর্থ সচিব	০২
২১/০৩/২০২৪	Human Rights Capacity Strengthening for the National Human Rights Commission of Bangladesh (Virtual Training)	The Commonwealth Secretariat Human Rights Unit (HRU)	০২
মোট=১০টি			মোট=২০ ঘণ্টা

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রধান উপদেষ্টা

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

উপদেষ্টা

মোঃ সেলিম রেজা, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
মোঃ আমিনুল ইসলাম, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
কংজরী চৌধুরী, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
ড. তানিয়া হক, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
কাওসার আহমেদ, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সম্পাদনা

সেবাষ্টিন রেমা, সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
ইউশা রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)
৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮

হেল্পলাইন: ১৬১০৮
e-mail : info@nhrc.org.bd
Website : www.nhrc.org.bd